৫

ইউরোপে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

সামন্ত যুগের শেষ দিকে ইউরোপে কয়েকটি শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ঐসব দেশের জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, রাশিয়া এগুলোর মধ্যে অন্যতম। পঞ্চদশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইংল্যান্ডে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। টিউডর যুগ থেকে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও শক্তিশালী এবং জাতীয় রাজতন্ত্রের ভিত্তি কিন্তু এ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশ নিরঙ্কুশ হয়েছিল সত্য, একই সঙ্গে ফ্রান্সকেও শক্তিশালী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করে। শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অপর দেশটি হচ্ছে রাশিয়া। রাশিয়াও একদিন ছিল ছিন্নভিন্ন ভূ-খন্ডে বিভক্ত। ঐদেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল। বিখ্যাত রোমানোভ জারবংশের উত্থান রাশিয়াতে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। মহামতি পিটারের শাসন এক্ষেত্রে সবচাইতে উল্লেখ করার মতো। এ সব দেশের রাজতন্ত্র সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে -

- পাঠ - ১ : ষোড়শ শতকে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কারণ
- পাঠ - ২ : রাশিয়া ও পিটার
- পাঠ - ৩ : ফ্রান্স, চতুর্থ হেনরি এবং চতুর্দশ লুই
- পাঠ - ৪ : সুইডেন ও গাস্টাভাস এ্যাডোলফাস
- পাঠ - ৫: প্রাশিয়ার উত্থান (ফ্রেডারিখ পূর্ব পর্যন্ত)
- পাঠ - ৬ : অস্ট্রিয়ার উত্থান (মারিয়া থেরেসা পর্যন্ত)

পাঠ - ১

ষোড়শ শতকে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কারণ

এই পাঠ শেষে আপনি-

- শক্তিশালী রাজতন্ত্র বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইউরোপে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানের পিছনে ক্রুসেডের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- রেনেসাঁস এবং রোমান আইনের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ম্যাকিয়াভেলির প্রিন্স গ্রন্থে শক্তিশালী রাজার সমর্থনে কি বলেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে শক্তিশালী বাজার উত্থানকে সাহায্য করেছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ধর্মসংস্কার আন্দোলন কীভাবে সাহায্য করেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

ভূমিকা

ষোড়শ শতাব্দীতে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইউরোপে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সেটি হলো শক্তিশালী বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী রাজতন্ত্রের উদ্ভব। এটি এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যা প্রাচীন এবং মধ্যযুগে দেখা যায়নি এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের সূচনা করে।

১। শক্তিশালী রাজতন্ত্র বলতে কী বুঝায় ?

রাজতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাজার হাতে বর্তায়। শক্তিশালী রাজতন্ত্র হলো সেই ব্যবস্থা যেখানে রাজার নিরঙ্কুশ বা শর্তহীন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। তিনি কোনো ব্যক্তি সংগঠন বা গ্রুপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন না বা তার কোনো কর্মকান্ডের জন্য কারো কাছে তিনি দায়বদ্ধ থাকতেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাজা তার পছন্দমত পরিষদ, সভাসদ নিয়োগ করতেন আবার ইচ্ছেমত সেগুলো ভেঙ্গেও দিতেন।

শক্তিশালী রাজতন্ত্রের ধারণাটি সপ্তদশ শতাব্দীতে সৃষ্টি হলেও প্রাচীন মিশরের ফারাও, জুলিয়াস সিজার থেকে আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত অসংখ্য রাজার আচরণে এর প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছিল। ইংল্যান্ডের অষ্টম হেনরি এবং ক্রমওয়েল শক্তিশালী রাজতন্ত্রের বলিষ্ঠ উদাহরণ। তবে সকল রাজা শক্তিশালী হলেও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। চর্তুদশ লুই থেকে ফরাসি বিপ্লবের শুরু পর্যন্ত সবটুকু ছিল শক্তিশালী রাজতন্ত্রের কাল।

স্বৈরাচারী বা শক্তিশালী রাজতন্ত্রের আমলে রাজার ক্ষমতা জনগণের সকল স্তরে প্রভাবিত হয়েছিল। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী, ন্যায়দন্ডের রক্ষক বা প্রকৃত ক্ষমতার উৎস।

রাজা যেমনি রাজনৈতিক জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা রাখতেন, তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, নতুন শিল্প কারখানা, বাজার সৃষ্টি, কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের অধিকার, কতর্ব্য, ভালো বীজ, সার সংগ্রহ ইত্যাদিও রাজা কর্তৃক নির্ধারিত হতো। আবার কোনো দেশের আইন শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, মূল্যবোধের রক্ষক হিসেবে আর্বিভূত হতেন কোনো কোনো রাজা। আবার কোনো দেশের আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, প্রথা, ঐতিহ্য এবং শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং সর্বোচ্চ বিচারক হতেন রাজা। তিনি হতেন একটি দেশের জাতীয় গৌরব, ঐতিহ্যের ধারক বাহকও। একটি শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত, আমলাগোষ্ঠী এবং শক্তিশালী সেনা বাহিনী রাজার ক্ষমতা দুর্বল করতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদে ওইসব শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মধ্যযুগে সামন্ত অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন দুর্বল। অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ক্রমশ শক্তিশালী হতে শুরু করে। মধ্যযুগ শেষ হবার পর শক্তিশালী রাজতন্ত্র ও ভেঙ্গে যায়।

২। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী হওয়া সম্পর্কিত মতবাদ

শক্তিশালী রাজারা তাদের ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত বলে মনে করতেন। রাজা কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছেই দায়বদ্ধ থাকবে, অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে নয়। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সপক্ষে তার 'দ্যা ল অব ফ্রি মোনার্কস' (The Law of Free Monarchs) গ্রন্থে যে বৈশিষ্ট্য সমূহের কথা বলেন তা হলো :

ক) রাজা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করেন;
খ) জনগণের কাছে রাজার কোনো বৈধ বা আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই;
গ) আইন স্বয়ং রাজা কর্তৃক সৃষ্ট। এই কারণে বিধিসম্মতভাবে কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব করার অধিকার রাজার আছে। আইন বা অনুশাসন কখনই রাজার উর্ধ্বে নয়;
ঘ) রাজা তার প্রজাদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ জনগণের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক সকল জীবনের ক্ষেত্রেই রাজার অধিকার স্বীকৃত;
ঙ) প্রজারা রাজার সর্বময় ক্ষমতা বা সকল আদেশ নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। এমনকি রাজা যদি কোনো ভুলও করেন তবুও তার বিরুদ্ধে কোনো রকম বিদ্রোহ সংগঠিত করতে পারবে না। কারণ রাজা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের 'প্রতিমূর্তি' বা প্রাণসঞ্চারকারী দেবতা।

৩। শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পক্ষে ইউরোপের লেখক এবং বুদ্ধিজীবী মহলের সমর্থন

স্বৈরাচারী এবং শক্তিশালী রাজারা কীভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসহ প্রজাদের পরিচালিত করবেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন জার্মানির ব্যাডেন প্রদেশের রাজা মারগ্রেইভ কার্ল ফ্রেডারিখ। তিনি বলেন, 'আমরা তাদের বাধ্য করবো তারা পছন্দ করুক বা না করুক মুক্ত প্রাচুর্য্যপূর্ণ এবং সুন্দর নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে' সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মযুদ্ধ ইউরোপকে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করেছিল। জনগণ সেই সময়ের শক্তিশালী রাজতন্ত্রে অধিষ্ঠিত কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশের স্থায়িত্ব এবং প্রাচুর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়। এই সময় শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পক্ষে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ডিনবন্দিনের মত দার্শনিক ছাড়াও জ্যাকুইস বসওয়েট তার গ্রন্থে রাজতন্ত্রের সপক্ষে বলেন -

'শক্তিশালী রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী রাজার মত নয় তিনি মনে করেন ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তগুণ বিদ্যমান, তার সমস্ত গুণই রাজা বা সরকার প্রধানের মধ্যেও বিদ্যমান বা বর্তমান থাকে। রাজা একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন না। তিনি হবেন দেশের সম্মানের প্রতীক।' এভাবে বসওয়েট শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি দেখান।

ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস তার বিখ্যাত লেডিয়ানথ এ শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সপক্ষে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেন। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২ - ১৬৪৯) এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য স্টুয়ার্ট রাজা চালর্সের প্রাণদন্ড ইত্যাদি ঘটনায় শক্তিশালী ক্ষমতার অধিকারী রাজতন্ত্রই ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির একমাত্র সমাধান বলে তিনি মনে করেন। হবসের মতানুযায়ী প্রাচীনকালে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে আর্বিভূত হয়েছিলেন। মানুষ সকল অধিকার এমনকি বিদ্রোহ করার অধিকারও রাজার হাতে সমর্পন করেছিল। রাজার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করার অধিকার তাদের ছিল না। মানুষ বিশ্বাস করে যে রাজা বা সম্রাটের বিরুদ্ধে যে কোনো বিদ্রোহ আবার আরজকতার শাসন ফিরিয়ে আনবে।

হবসের এই সমাজিক চুক্তি মতবাদের ধারণা শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রধান ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে, পরবর্তীকালে অলিভার ক্রমওয়েল এবং ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় চালর্স তা মেনে নিয়েছিলেন।

৪। ক্রুসেডের প্রভাব

ইউরোপে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানের পিছনে ক্রুসেড অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ক্রুসেডের সময়ই খ্রিস্টান এবং মুসলমানরা বাইজানটাইন সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। ক্রুসেডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল।

এছাড়া ক্রুসেড সামন্তরাজা এবং যাজক সম্প্রদায়ের মনোযোগ অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে সরিয়ে বৈদেশিক নীতির দিকে ধাবিত করে। রাজারা সামন্তবাদ এবং চার্চ এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। এ ছাড়াও মধ্যযুগে অত্যন্ত প্রভাবশালী সামন্ত প্রভুরা ক্রুসেডের ফলে ক্ষমতা হারাতে শুরু করে। এদের মধ্যে অনেকেই ক্রুসেডের সময় মৃত্যুবরণ করে, কেউ দূর শহর বা প্রাচ্যে চলে যান এবং অনেকেই প্রাচ্যে চলে যান, অনেকে বাধ্য হয়ে রাজার আনুগত্য মেনে নেয়। এভাবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে সামন্তবাদের পতন ত্বরান্বিত হলে অভিজাত শ্রেণীও শক্তিশালী রাজতন্ত্রকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে। চার্চ মধ্যযুগে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল। তবে তারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদিতা কমিয়ে শুধু এর প্রতি সহিষ্ণুই হয়ে উঠে নাই বরং এর অন্যতম সমর্থনকারী হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে। ইউরোপের দেশে দেশে গৃহযুদ্ধ, যুদ্ধ বিগ্রহ, নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামন্তবাদের নিশ্চিহ্নকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এভাবে রাজতন্ত্র সামন্তবাদের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাশালী চার্চের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয়, সামন্তপ্রভুদের মতো পোপ, বিশপ, সন্ন্যাসীরাও কোণঠাঁসা হয়ে পড়ে। তবে এর সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ কলহ শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৫। শক্তিশালী রাজতন্ত্র উত্থানের রাজনৈতিক কারণ

আধুনিক যুগের সূচনার প্রারম্ভে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানের পিছনে রাজনৈতিক কারণও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। সামন্তযুগে দুর্বল রাজতন্ত্রের কারণে মানুষ নানা রকম বিশৃঙ্খলা এবং অন্যায় অরাজকতার ফল ভোগ করে। এ সময় সামন্ত প্রভুরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এবং সব বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী রাজাকে চালিত করতো। দেশের অধিকাংশ মানুষ সেই সময় একটি শক্তিশালী এবং স্থায়ী রাজতন্ত্র আশা করেছিল যা তাদেরকে শান্তিও নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেবে। মার্কেন্টাইলবাদ যেমন অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আনয়ন করে তেমনি শক্তিশালী রাজতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনয়ন করবে বলে বিশ্বাস করা হয়।

মধ্যযুগে রাজকীয় সেনাবাহিনী মূলত গঠিত হয়েছিল সামন্ত শ্রেণী বা সামন্ত ভূস্বামী প্রভুদের অধীনে। এরা বর্শা, তলোয়ার, তীর, ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করতো। তবে গানপাউডার, যুদ্ধাস্ত্র, বন্দুকের ব্যবহার রাজাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সহজেই বিজয়ী করতে সাহায্য করে। রাজারা সামন্তপ্রভুদের বিদ্রোহ দমানো, কোনো জনগোষ্ঠীর উত্থান, বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করতো। সুতরাং শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রভাব তখন থেকে শুরু হতে থাকে। ইউরোপের সকল দেশে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা কমতে থাকে। সরকার কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠে এবং রাজার অধীনে চার্চ চলে আসে। এভাবে শক্তিশালী রাজার নেতৃত্বে সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করে চার্চকে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক পথের সূচনা করে। এ ছাড়াও ইউরোপের দেশে দেশে যুদ্ধ, ফ্রান্সের ধর্মযুদ্ধ, জার্মানির ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধ, ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ সব কিছুই দুরূহ পরিবেশ সৃষ্টি করে। নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে বিকল্প হিসেবে দেশের ভিতরে এবং বাইরে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অনেকে রাজার ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের প্রধান বা পবিত্র সত্তা হিসেবে মান্য করতো। যুদ্ধ ও শান্তির প্রতীক হিসেবে দেখার চেষ্টা করতো। এরা আধুনিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভবকে স্বাগত জানায়।

৬। রেনেসাঁস এবং রোমান আইনের পুনরুজ্জীবনের প্রভাব

রেনেসাঁস শক্তিশালী রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছিল। রেনেসাঁস প্রাচীন গ্রিসের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হলেও রেনেসাঁস যুগের লেখকরা শক্তিশালী রাজতন্ত্রকে পূর্ণ সমর্থন দেয়।

রেনেসাঁস যুগের রোমান আইনের পুনরুজ্জীবন শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রাচীন রোমান আইন বিশেষত বাইজানটাইন আইন অনুযায়ী রাজা শুধু আইন প্রণয়নের ক্ষমতাই রাখেন না বরং সে আইন পরিবর্তন- এমনকি ভঙ্গ করতেও পারেন না। রাজার ইচ্ছাই আইন এই নীতি অনুসরণে তিনি কোনো ভুল করতে পারেন না। এটি মধ্যযুগের সামন্তবাদী চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে ছিল না। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে বিশেষত রেনেসাঁসের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রোমান আইনের ব্যাপক পঠনপাঠন শক্তিশালী রাজার উত্থানকে সমর্থন এবং জনপ্রিয় করতে থাকে।

৭। ম্যাকিয়াভেলির দর্শন

নিকালো ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি:) ইতালির অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'প্রিন্স' গ্রন্থের লেখক। এই গ্রন্থে তিনি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ম্যাকিয়াভেলি তার গ্রন্থে সূক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কীভাবে শক্তিশালী রাজতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী

রাজা দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যান তা উপস্থাপন করেন। ইতালি ছিল শতবিভক্ত একটি দেশ। যেহেতু সেখানে এমন কোনো শক্তিশালি রাজা ছিলেন না যিনি ইতালির বিভক্ত অংশগুলিকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারেন। এর ফলে ইতালিবাসীকে অসীম দু:খকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। ম্যাকিয়াভেলি রাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষার জন্য রাজার যে কোনো ধরনের চতুরতা, ধূর্ততা, নিষ্ঠুরতা, অর্থনৈতিক কূটপন্থা অবলম্বনকে সমর্থন করেন।

চার্চ ম্যাকিয়াভেলির বইকে সমর্থন করেনি। বরং, এটিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করে। তবে তা সত্ত্বেও বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইউরোপের প্রায় সকল রাজাই 'প্রিন্স' গ্রন্থের এক কপি সযত্নে তাদের কাছে রাখতেন। এটি ছিল তাদের কাছে অনেকটা বাইবেলের মতো। চার্চ এবং পোপের সমালোচনার পরও 'প্রিন্স' জনগণের শতাব্দীর উচ্চাকাংক্ষী রাজারা এর আদর্শকে ধারণ করতে থাকে।

৮। স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদের দ্রুত বিস্তার

জাতীয়াবাদ এবং স্বদেশ প্রেমের চেতনা শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। দেশপ্রেমিক জনতা শক্তিশালী রাজাকে তাদের দেশের ঐক্য এবং সমৃদ্ধির জীবন্ত প্রতীক হিসেবে মনে করতো। রাজা দেশের স্বাধীনতা এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন। এই সময় রাজা এবং সম্রাট কথাটি সমার্থক হয়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্রের সকল বিষয়- যেমন আইন, ন্যায়, অন্যায়, খাজনা আদায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ ঘাষণা, শান্তি ইত্যাদি সকল কিছু রাজার নিয়ন্ত্রনে থাকবে বলে বিবেচিত হতে থাকে। রাজতন্ত্রের মাধ্যমে জাতীয় সাহিত্য রচিত হয়। ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ ব্যাপক উন্নতি, স্থায়ী সুশাসন, শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি দ্বারা ইংল্যান্ডকে মর্যাদার উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন।

৯। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রভাব

রেনেসাঁস-পরবর্তী ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উদ্ভাবন শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। গান পাউডারের আবিষ্কার এবং তার সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার রাজার ক্ষমতাকে সংহত করে। এই গান পাউডার তথা যুদ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে রাজারা সামন্তপ্রভুদের দুর্গেই শুধু আঘাত হানতে সক্ষম হননি তার সঙ্গে সামন্ত প্রভুদেরও তাদের পদানত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১০। অর্থনৈতিক প্রভাব

নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা শক্তিশালী রাজতন্ত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করে। মধ্যযুগের শেষার্ধে বহুসংখ্যক শহর এবং নগর গড়ে উঠে। কারখানার মালিক এবং ব্যবসায়ীরা তাদের জীবনের নিরাপত্তা আশা করেছিল। তারা জানত তাদের জীবনের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা বিধান শুধু দায়িত্বশীল সরকারের মাধ্যমেই সম্ভব। শুল্কনীতি, শিল্পকারখানা নিয়ন্ত্রণনীতি, বাণিজ্য যুদ্ধ, খাজনা আদায়, দেশের প্রচলিত মুদ্রা সংস্করণ এবং আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির সকল নীতি কেবলমাত্র কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত সরকারের মাধ্যমেই প্রয়োগ সম্ভব বলে মনে করা হয়। এই সময় সরকার উৎপাদন এবং রপ্তানি ক্ষেত্রে

নতুন নীতি গ্রহণ করে। যেমন ইংরেজ সরকার ১৬৬০ সালে নৌ-বাণিজ্য আইন প্রণয়ন করে। নতুন কর বা খাজনার জন্য মধ্যবিত্ত বা কৃষক সম্প্রদায়কে আরো অধিকতর উৎপাদনের জন্য উৎসাহী করতে শুরু করে।

এ ছাড়াও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত প্রসার এবং উন্নতি ষোড়শ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পালা বদল শুরু হয়। এরা সমান্ত প্রভুদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানকে বিপুলভাবে সমর্থন করে মূলত রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করে। রাজা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী ছিলেন। ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর বিশ্বব্যাপী বিভিন্নদেশ থেকে লুটতরাজ করে প্রচুর অর্থসম্পদ নিয়ে আসে, দেশের সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হয় রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য। মধ্যযুগে সেনাবাহিনী সাধারণ যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলেও বন্দুকের ব্যবহার রাজাকে স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখতে সাহায্য করে। বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজার বড় সমর্থনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। রাজারা এর পর আর নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন না, বরং তারা জাতীয় রাজনীতি তথা সমাজ জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেন, প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী হতে শুরু করেন।

১১। ধর্মসংস্কার আন্দোলন

ধর্মসংস্কার আন্দোলন রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে বিভক্তি আনয়ন করে এবং এই বিভক্তি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। সমগ্র ইউরোপীয় দেশসমূহ নিজস্ব চার্চ প্রতিষ্ঠা করে যা অখন্ড পবিত্র রোমান চার্চের ধারণাকে বাতিল করে দেয়। এমনকি যেসব দেশ রোমান ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিল সেখানে ক্যাথলিক চার্চ ছিল দুর্বল। যেখানে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ গড়ে উঠে সেখানেই রাজতন্ত্র শক্তিশালী হয়। চার্চের অফিসার বা বিশপ শক্তিশালী রাজা বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো, চাকুরীর পদোন্নতি ও বেতন সরকারি নিয়মে প্রদান করা হতো। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে প্রোটেস্টান্ট রাজা চার্চের সম্পত্তি এবং মঠের জমি বাজেয়াপ্ত করে তাদের ক্ষমতা শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। নতুন বিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিলামের মাধ্যমে চার্চের জমি কিনে নেয়। এই উত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যারা শান্তি, আইন-শৃঙ্খলা চেয়েছিল, তারা রাজাদের সবর্তোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে নিয়ে আসে এবং পোপের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

১২। ইউরোপে শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব

ইউরোপের বুকে কিছু কিছু শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান ঘটে, যেমন - স্টুয়ার্ট, টিউডর, বুরবোঁ, হ্যাপসবার্গ ইত্যাদি। এই সব রাজবংশ দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে জাতীয় সম্মান ও গৌরবকে সমুন্নত করতে চেষ্টা করে। মধ্যযুগে ইংল্যান্ড গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এবং দুর্বল হয়ে উঠে। রানী এলিজাবেথের অসামান্য দূরদৃষ্টির কারণে ইংল্যান্ড হয়ে উঠে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। ফ্রান্সও বুরবোঁ আমলে বেশিরভাগ মানুষ এটি অনুধাবন করে যে শক্তিশালী রাজতন্ত্রই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট একমাত্র সঠিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ফ্রান্সে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে তোলেন চতুদর্শ লুই। চতুদর্শ লুই ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রতিভূ ছিলেন । ফরাসি সৈন্য বাহিনী, কূটনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি, দর্শন ছিল ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ফ্লোরেন্স যেমন ছিল ইতালির কেন্দ্রবিন্দু তেমনি প্যারিসও সপ্তদশ শতাব্দিতে সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং কূটনীতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। ফ্রান্স ছাড়াও অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ,

জার্মানির হোহেনজোলার্ন এবং রাশিয়ার রোমানভ বংশ নিজ নিজ দেশের সম্মান, মর্যাদা এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং শক্তিশালী রাজতন্ত্র যে সর্বোত্তম ব্যবস্থা এটিই ইউরোপ দ্রুত গ্রহণ করতে শুরু করে।

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে সামন্তবাদের পতন আরো একটি নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উত্থানকে নির্দেশ করে। ক্রুসেড-পরবর্তী সামন্ত প্রভুদের পতন, চার্চের প্রভাব হ্রাস নব্য-উত্থিত মধ্যশ্রেণীর নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। এরাই তাদের নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সবচাইতে বড় সমর্থনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়, একে টিকিয়ে রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এভাবে মধ্যযুগের গৃহযুদ্ধ, সংঘাত, বিশৃঙ্খলার নিরিখে জনগণের দাবি অনুযায়ী ইউরোপের দেশে দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভব হতে থাকে। পরবর্তীকালে শক্তিশালী রাজাদের উত্থানে এটিই প্রমাণিত হয় যে সামন্ততন্ত্রে বা অন্য কোনো ব্যবস্থা নয় বরং শক্তিশালী রাজতন্ত্রই রাষ্ট্রের গৌরব এবং শান্তি শৃঙ্খলা আনয়নে সম্ভব। এভাবে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভবের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় চেতনার উদ্ভব ঘটতে থাকে। শক্তিশালী রাজা জাতীয় চেতনা, জাতীয় গৌরব এবং সম্মানের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়।

পাঠত্তোর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কার উপর বর্তায়?
- ক) প্রজার হাতে
- খ) সামন্তদের হাতে
- গ) রাজার হাতে
- ঘ) সেনা বাহিনীর হাতে

২। ইংল্যান্ডের কোন রাজা তার গ্রন্থে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উল্লেখ করেন?
- ক) প্রথম স্টুয়ার্ড
- খ) দ্বিতীয় জর্জ
- গ) ক্রমওয়েল
- ঘ) প্রথম জেমস

৩। থমাস হবসের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কি?
- ক) লেভিয়ানথ
- খ) দ্যা গ্যাদারিং স্ট্রম
- গ) সোশাল কন্ট্রাক্ট
- ঘ) ইউটোপিয়া

৪। ক্রুসেড কাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে?
- ক) সামন্ত প্রভুদের
- খ) শক্তিশালী রাজাদের
- গ) কৃষক শ্রেণীর
- ঘ) যাজক সম্প্রদায়ের

৫। কোন আইনের পুনরুজ্জীবনের ফলে শক্তিশালী রাজাদের উত্থানের পথ সহজ হয়েছিল?
- ক) রাইজেনটাইন আইন
- খ) রোমান আইন
- গ) মিশরীয় আইন
- ঘ) পারস্য আইন

৬। 'দ্যা প্রিন্স' গ্রন্থের লেখক কে?
- ক) ভলতেয়ার
- খ) রুশো
- গ) ম্যাকিয়াভেলি
- ঘ) ডিনবদিন

৭। ইংরেজ সরকার কত সালে নৌবাণিজ্য আইন প্রণয়ন করে?
- ক) ১৬৬০ সালে
- খ) ১৬৬২ সালে
- গ) ১৬৬৪ সালে
- ঘ) ১৬৬৮ সালে

৮। কোনো রাজবংশের সময় ইংল্যান্ড সকল ক্ষেত্রে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আহরণ করে?
- ক) স্টুয়ার্ট
- খ) বুরবোঁ
- গ) হোহেনজোর্লান
- ঘ) রোমানোভ

উত্তরমালা : ১। গ, ২। ঘ, ৩। ক, ৪। ক, ৫। খ, ৬। গ, ৭। ক, ৮। ক।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রথম জেমসের বর্ণিত শক্তিশালী রাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২। রোমান আইনের পুনরুজ্জীবন কীভাবে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানের পথকে সাহায্য করেছিল সেই সম্পর্কে লিখুন।

৩। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান কীভাবে সেই সবদেশে উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শক্তিশালী রাজতন্ত্রের সপক্ষে ইউরোপের লেখক বুদ্ধিজীবী মহল যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২। মধ্যযুগের শেষার্ধে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভবে কীভাবে সাহায্য করেছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। প্রতিসংস্কার আন্দোলন কীভাবে চার্চের ক্ষমতা কমিয়ে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ - ২

রাশিয়া ও পিটার

এই পাঠ শেষে আপনি -

- পিটার দ্য গ্রেটের উত্থান এবং তৎকালীন রাশিয়ার আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- শক্তিশালী রাশিয়া গঠনে পিটারের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে আলোচন করতে পারবেন;
- পিটার দ্যা গ্রেটের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১। মহামতি পিটার (১৬৭২ - ১৭২৫) এবং তৎকালীন রাশিয়া

প্রথম পিটারের উত্থানের সময় রাশিয়া ছিল ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি পশ্চাৎপদ দেশ। আর্টিক থেকে কাস্পিয়ান সাগর এবং জাপান উপসাগর থেকে কিয়েভ পর্যন্ত বিশাল ভূখন্ড নিয়ে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। শ্বেত সাগরের তীরে অবস্থিত আর্চেঞ্চল বন্দর বছরে নয় মাস বরফে আচ্ছাদিত থাকতো। অপর কোনো পথে রাশিয়ার সমুদ্র অভিমুখে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। পোলিশ এবং সুইডিসরা কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়। এভাবে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে রাশিয়ার সভ্যতা ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে পড়েছিল। সমগ্র মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগে রাশিয়া ছিল পশ্চাৎবর্তী এবং বিচ্ছিন্ন দেশ। রেনেসাঁস এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলন-এ দুটি ঘটনার প্রভাব বলয়ের বাইরে রয়ে যায় রাশিয়া। রাশিয়া ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত।

রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী, 'ডুমা' নামে অভিজাত সভা জারের পরামর্শদাতা স্বরূপ ছিল। রুশ সমাজ অভিজাত এবং ভূমিদাস এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মধ্যবিত্ত নামে কোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না। ধর্মের ব্যাপারে এটি বাইজানটাইন কনস্টানটিনোপলের চার্চকে অনুসরণ করতো।

তবে অনেক পশ্চাৎপদতার পরও রাশিয়ার জনগণ তাদের রাজ্য বাড়াতে থাকে। মধ্যযুগে মোঙ্গলদের আক্রমণ দেশটিকে পদানত করলেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলতে থাকে। নবম এবং দশম শতাব্দীতে কিয়েভ, রিয়াজান ও শ্লোভেন নামক তিনটি রাজ্য বেশি পরিচিত হয়ে উঠে। ১২৫০ থেকে তাতারগণ দেশটিকে পদানত করলে মস্কোর গ্র্যান্ড ডিউক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের উত্থান ঘটে। প্রথম আইভান মস্কোকেন্দ্রিক শক্তিশালী ক্ষমতা গড়ে তোলেন। তার মৃত্যুরপর তৃতীয় আইভান বিদেশী হস্তক্ষেপ দমন করে তাতারদের খাজনা পাঠানো বন্ধ করে একছত্র অধিপতি হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি 'রাশিয়ার জার' এই উপাধি ধারণ করেছিলেন। তৃতীয় আইভানের মৃত্যুর পর পুত্র ভ্যাসিল এবং নাতি চতুর্থ আইভান (১৫৩৩- ১৫৮৪) তৃতীয় আইভানের শাসননীতি অব্যাহত রাখেন। ১৫৭৭ সালে লিভোনিয়া যুদ্ধে রাশিয়া বালটিক

অঞ্চলে প্রভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শ্বেতসাগরের তীরে আঁচঞ্চল নামে একটি বন্দর স্থাপন হয় এবং রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত রাশিয়া বিস্তার লাভ করে।

চতুর্থ আইভেনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় প্রায় ত্রিশ বছর অরাজকতা চলতে থাকে এবং ঐ সময়টি অরাজকতার যুগ (Time of Traubles) নামে পরিচিত ছিল।

বৈদেশিক আক্রমণ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, 'কৃষক বিদ্রোহ'-অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহ এই যুগের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সুযোগে বিদেশী শক্তি যেমন পোল্যান্ড কর্তৃক ক্রেমলিন দখল (বালটিকের পূর্বাঞ্চল) সুইডেন অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা বৃদ্ধি, দক্ষিণে অটোম্যান সাম্রাজ্য কর্তৃক কসেক দখল করে ক্রিমিয়াতে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করার পরিস্থিতি মারাত্নক আকার ধারন করে। ফলে এই পরিস্থিতিতে অপমাণিত হয় রুশজাতি। এই অবস্থা অবসানের লক্ষে রাশিয়ার সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি সভা জেমসকি সবোর আহবান করা হয়। প্রায় ৫০টি শহরের প্রতিনিধিগণ মস্কোতে জড়ো হয়ে প্রাচীন বোয়ার পরিবারের মাইকেল রোভানভ নামে এক ব্যক্তিকে জার পদে অধিষ্ঠিত করে। রোমানভ সিংহাসন লাভের পর থেকেই আধুনিক রাশিয়ার বিবর্তন শুরু হয়। দেশটিতে দ্রুত শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং জারের সম্মান বৃদ্ধির ফলে সকল জনগোষ্ঠী মিলেমিশে রাশিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। রাশিয়ার উত্থানে রোমানোভদের নীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল **প্রথমত,** ভৌগোলিক সীমানা বিস্তারের মাধ্যমে রাশিয়ার মর্যাদা বা শক্তি বৃদ্ধি করা এবং **দ্বিতীয়ত,** সকল ক্ষেত্রে রাশিয়াকে পশ্চিমাকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

২। মহামতি পিটারের বাল্যজীবন, শিক্ষা এবং পশ্চিমাদেশ ভ্রমণের প্রভাব

রাশিয়ার ইতিহাসে সবচাইতে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন পিটার দ্য গ্রেট। মাইকেল রোমানভ বংশের উত্তরাধিকারী পিটার দ্য গ্রেট শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ রাশিয়া গঠনে খুবই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। প্রথম পিটার-এর আমলে রাশিয়া কার্যত মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। ১৫৮২ খ্রি: পিটার এবং তার ভাই আলেক্সিস-এর পুত্র দ্বিতীয় থিওডোরকে যুক্তভাবে রাশিয়ার শাসক নিযুক্ত করা হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তাদের বোন সোফিয়া ছিলেন রাজ প্রতিনিধি। এভাবে সাত বছর পর্যন্ত পিটার তার ভগ্নি সোফিয়ার কর্তৃতাধীনে ছিলেন। সতেরো বছর বয়সে ভগ্নি সোফিয়াকে সরিয়ে এবং অসুস্থ ভাইকে ত্যাগ করে ১৬৯৬ সালে রাশিয়ার একছত্র অধিপতি হিসেবে পিটার প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর তার রাজত্বকালে রাশিয়ার জারের ক্ষমতার সংহতিকরণ, কেন্দ্রীভূত সরকার ব্যবস্থা, রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি, চার্চের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, পশ্চাৎপদ রাশিয়ার বিভিন্ন প্রকার সংস্কার কর্মসূচিকে অগ্রসর করা এবং পশ্চিমা নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথ প্রদর্শক।

শিশুকাল থেকেই পিটার ছিলেন শক্তিশালী এবং বিশাল আকৃতির মানুষ। লম্বায় ৭ ফুট, উৎসুক দৃষ্টি সম্পন্ন, সংকল্পবদ্ধ, বদমেজাজী এবং শারীরিকভাবে খুবই শক্তিশালী। বদমেজাজী এবং নিষ্ঠুর হলেও তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ এবং কর্মঠ। প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতির বদলে পশ্চিমা আধুনিক সংস্কৃতির দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল সবচাইতে বেশি। পিটারের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কম ছিল। শুদ্ধ ব্যকরণ, বানান চর্চা, অঙ্ক শাস্ত্র ইত্যাদির বদলে তার মূল উৎসাহ ছিলো সামরিক

এবং নৌবিদ্যার প্রতি। তার ডাচ শিক্ষক টিম্যারম্যান তাকে অঙ্ক শাস্ত্র, ক্ষেপনাস্ত্র সম্পর্কীয় বিদ্যা এবং দুর্গ নির্মাণ কৌশলাদি শিক্ষা দেন।

পিটার যখন রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহন করেন তখন রাশিয়া ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কোনো ক্ষেত্রেই রাশিয়ার ইউরোপীয় জাতিসমূহের সঙ্গে তুলনা চলে না। পিটার এই অবস্থা পরিবর্তনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে তার নীতিসমূহ হলো:

প্রথমত, তিনি ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে রাশিয়াকে ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক মর্যাদাশীল এবং শক্তিশালী দেশে পরিণত করা, এবং **দ্বিতীয়ত,** রাশিয়াকে দ্রুত পশ্চিমাকরণ প্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

১৬৯৬ সালে পিটার রাশিয়ার জাতশত্রুট তুর্কিদের কাছ থেকে অ্যাজভ দখল করেন, তুর্কিদের বিরুদ্ধে তিনি মিত্র খোঁজার চেষ্টা করেন। ২৭০ জন সদস্য নিয়ে পিটার মিখালাভখো-এর নেতৃত্বে ইউরোপ ভ্রমণের জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিলো তুর্কিদের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে একটি তুকিবিরোধী মহাজোট গড়ে তোলা। তিনি তার এই ভ্রমণে ইউরোপের সবচাইতে আধুনিক এবং অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা যেমন, হল্যান্ড, সুইডেন, বাল্টিক, হ্যানোভার ঘুরে আসেন। ছদ্মবেশে এই সকল এলাকার শিক্ষা, শিল্প, কারিগরী, বাণিজ্য, যুদ্ধ জাহাজ তৈরির কারখানা, নৌবিদ্যা, স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল দেখার তার সুযোগ হয়েছিল। ফ্রান্সের ভার্সাই-এর সভ্য আচরণে তিনি যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি ইংল্যান্ডের লর্ডসভার বিতর্ক তাকে চমৎকৃত করেছিলো। এই ভ্রমণে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে বিশেষত পশ্চিমের সরকার কাঠামো, কূটনীতি তিনি বুঝতে পারেন। এই ভ্রমণে তিনি ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়া কতটা পশ্চাৎপদ এবং রাশিয়ার জনমসাজ কতদূর পিছিয়ে ছিলো তাও সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

জার্মানি, প্রুশিয়া, ইংল্যান্ড ঘুরে পিটার অবশেসে ভিয়েনায় আসেন। তবে ১৬৯৮ সালে জুলাই মাসে স্ট্রেলজি সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করে তাকে সরিয়ে সোফিয়াকে বসানোর ষড়যন্ত্র করে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দেশে ফিরে এসে স্ট্রেলজির বিদ্রোহী বাহিনীকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। রাশিয়াতে জারের একচ্ছ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কূটনৈতিকভাবে ইউরোপে এই মিশনটি ব্যর্থ হলেও অর্থাৎ তুরস্কের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধে এগিয়ে না আসলেও এই ভ্রমণের ফলস্বরূপ রাশিয়ার সমাজকে আধুনিকীকরণের তিনি ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

৩। পিটার এবং তার সংস্কার কর্মসূচি

অভ্যন্তরীণ সংস্কার :

রাশিয়াকে আধিকীকরণের লক্ষ্যে পিটার ৪টি নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

ক) রাশিয়াকে ইউরোপীয় ভাবধারায় গড়ে তোলা, খ) পশ্চিমের জানালা খুলে দেয়া-এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগর এবং সম্ভব হলে উভয় সাগরেই প্রবেশাধিকার লাভ করা।

গ) জারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা।
ঘ) বিভিন্নমুখী সংস্কার আনয়ন করা। এই নীতিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিটার কঠোর নীতি গ্রহণ করে।

পিটার পিছিয়ে পড়া রাশিয়ার অবস্থা পরিবর্তনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। চতুর্দশ লুই-এরা দ্বারা প্রভাবিত শাসন ব্যবস্থাই তিনি রাশিয়ার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন। অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা স্থাপন, অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস, চার্চের ক্ষমতা হ্রাস, ডুমার প্রাধান্য লোপ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের প্রসার, সেনাবাহিনী ইত্যাদি রাশিয়ার জাতীয় জীবনে তিনি যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হন। এ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জারের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ স্তরে স্থাপন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি রাশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে রুশদের একটি মর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

শুধু স্ট্রেলজি বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করা নয় বরং শক্তিশালী রাজতন্ত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে পিটার সর্বতোভাবে ব্যবস্থা নিতে থাকেন। তিনি বোয়েরদের জারের উপর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তা অপসারণই করেন নাই বরং একটি সুনির্দিষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত জারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই লক্ষ্যে পিটারের সংস্কারের অন্যতম পদক্ষেপ ছিলো রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে পুর্নগঠিত করার মাধ্যমে রাজশক্তি বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় দেশেগুলির সৈন্যদের সম্মুখীন হবার মতো উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পিটার-এর স্থায়ী অনুগত বেতনভোগী সেনাবহিনী গঠন করতে সচেষ্ট হন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পিটার রাশিয়া এবং পার্শ্ববর্তী তুর্কি, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশের কাছে তার সামরিক শক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের আধুনিক সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ ধারণা গ্রহণ করে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে থাকেন। এ্যাজোভ দখলের সময়েই তিনি স্থায়ী ও নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। রাশিয়ার হাজার মাইলের সীমান্ত এলাকা তুর্কি, পোল্যান্ড, সুইডেন এবং অন্যান্য দেশের জন্যে উন্মুক্ত ছিল।

পিটারের সেনা বাহিনীর অফিসার বা সৈন্যদের সমাজের সকল স্তর থেকে সংগ্রহ করা হতো। প্রত্যেক দেশের জন্য নির্দিষ্ট কোটা বা সংখ্যা নির্ধারিত ছিল। সৈন্যবাহিনীর লোকদের জন্য তাদের ভরণ পোষণের ব্যয়ও তারা নির্বাহ করতো। প্রত্যেক ২০টি কৃষকের ঘর থেকে একজন সৈন্য অন্তর্ভূক্ত করা হতো। এ ছাড়াও পিটার অভিজাত শ্রেণীর আলস্য ত্যাগ করে সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে বাধ্য করেন। এর ফলে নুতন অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যারা জমির মালিক, সৈন্যবাহিনী এবং জারের প্রতি অনুগত ছিলেন।

রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পশ্চিমা ভাবধারায় নিয়ে আসার লক্ষে পিটার একটি অশ্বারোহী সৈন্যদল, একটি গোলন্দাজ বাহিনী এবং একটি পৃথক সরবরাহ বিভাগ গঠন করেন। পোল্যান্ডের যুদ্ধে আলেক্সিস-এর সময় দশ হাজার সদস্যের সৈন্যবাহিনী ছিলো। পিটারের সংস্কারের ফলে ১৭০৯ সালে রাশিয়ায় দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়াও পিটার সামরিক এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ছোট একটি নৌবাহিনীও গড়ে তোলেন (১৭০৩

সালে) যারা তুরস্ক এবং সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এটিতে ৬টি ফ্রিগ্রেট, ৪৮টি বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ, ৮০০টি গ্যালিস বা মাঝারি জাহাজ এবং ত্রিশ জাহার নাবিক ছিল।

এভাবেই পিটার দেশের ভিতরে ও বাইরে বিদ্রোহ এবং আক্রমণ দমন করেন। রাশিয়ার সাধারণ জনগণকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় তিনি নিয়ে আসেন। জারের শক্তিকে সর্ব্বক করে তুলবার উদ্দেশ্যে পিটার শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করে। এ ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমা নীতি গ্রহণ করেন যেখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী বা প্রশাসক হিসেবে ছিলেন জার বা সম্রাট যিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। পিটারের শাসনের আগে বোয়েরদের ডুমা নামক যে অভিজাত সভা বা জেমসকি সবোর (Zemoski Sebor) নামক সাধারণ সভা ছিল তা বাতিল করা হয়। এ গুলির পরিবর্তে তিনি নিজ মনোনীত নয়জন সদস্য নিয়ে 'সিনেট' নামের এক রাজকীয় সভা গঠন করেন।

এ ছাড়াও পিটার প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাকে পুর্নগঠন করেন যেটি ঐ সময় একেবারে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। পূর্বের গঠন প্রণালী ভেঙ্গে শাসন ব্যবস্থাকে বিভক্ত করেন। এই গুইবারনিস একজন গভর্নর এবং ক্ষুদ্র সহায়ক সভা (ল্যান্ডব্যাথ) দ্বারা পরিচালিত হতো, সদস্যরা অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক মনোনীত হতো। এ ছাড়া দশটি সরকারি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় যা যুদ্ধ, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, কৃষি ইত্যাদি কাজের দেখভাল করতো। শহর এলাকায় একটি করে পৌরসভা স্থাপন করা হয়। রাষ্ট্রের সবচাইতে ক্ষুদ্রতম একক এর নাম ছিল 'মির'। এভাবে গ্রাম থেকে কেন্দ্রীয় শাসন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই জারের কর্তৃত্ব সুসংহত করা হয। অভিজাত শ্রেণী যারা সরকারি পদে আসীন ছিলেন তাদের কোনো সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা ছিল না। এরা জারের অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়।

তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের পুত্রদের বিদেশে পড়াশুনার নির্দেশ দেন। তাদের পিতাদের মতো আজীবন সেনাবাহিনী, সরকারি এবং শিল্প কারখানায় কাজ করার ব্যবস্থা করেন। এভাবে তিনি চাকুরি ভিত্তিক অভিজাত শ্রেণী (Service Nobility) সৃষ্টি করেন যা পরবর্তীসময়ে অভিজাত সম্প্রদায় বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নামে এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। মূলত পিটারকে সর্ব্বক সাহায্য দানের জন্যই একটি চাকুরী ভিত্তিক অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা হয়।

রাশিয়া ধর্মীয় ব্যাপারে কনস্টানটিনোপল বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেহেতু যাজক সম্প্রদায় পিটারের সংস্কারের সবচাইতে বড় শত্রুট ছিলো তাই পিটার ধর্মান্ধ চার্চের ক্ষমতাকে দুর্বল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। রাশিয়ার চার্চের সর্বোচ্চ শাসককে প্যাটিয়ার্ক বলা হতো। পিটার রাশিয়ার চার্চের কর্তা প্যার্টিয়াক-এর পদ বিলোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭০০ সালে বিশপ এ্যাড্রিয়ান মারা যান, এরপর প্রায় একুশ বছর পিটার কোনো উত্তরাধিকার মনোনীত করেন নাই। ১৭২১ সালে তিনি প্যাট্রির্য়াক-এর ক্ষমতা একটি কমিশনের উপর ন্যস্ত করেন যা 'পবিত্র সভা' নামে পরিচিত হয়। এভাবে পিটার ধর্মীয় সংস্থা চার্চকে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় এবং যাজক সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের কর্মচারীতে পরিণত করেন। যেহেতু 'পবিত্র সভা' জারের অধীনে ছিল এবং অফিস বা ধর্মীয় সংস্থার নিয়োগ এই সভার অনুমতি ছাড়া করা যেতোনা, তাই চার্চ এবং রাষ্ট্র উভয়ের উপরই পিটারের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম সংক্রান্ত কোনো বইও এই সভার অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যেতো না। তবে এর মাধ্যমে পিটার এর

ইচ্ছা অনুযায়ী রাশিয়ার চার্চ জারের সবচাইতে বড় সমর্থনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়।

পিটার সমসাময়িক ইউরোপের মার্কেন্টাইলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে রাশিয়াকে তার নিজস্ব পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হবে এবং কাঁচামাল নয় বরং তৈরি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে হবে এই নীতি প্রবর্তন করেন। এছাড়া তিনি রাশিয়ায় শিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছিল এবং এসব কল কারখানায় মূলত অস্ত্র, যুদ্ধের সরঞ্জামাদি নির্মাণ এবং বস্ত্র সামগ্রী তৈরি করা হয়। তিনি জার্মানির মত রাশিয়ায় গিল্ড ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করেন। এ ছাড়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে রসদ সংগ্রহের জন্য তিনি রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন।

এ ছাড়াও পিটার রাশিয়ার কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করেন। কৃষিক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত বীজ, সার ও আধুনিক যন্ত্রাদির ব্যবহার শুরু করেন। ১৬৯৮ থেকে ১৭২৫ সালের মধ্যে তিনি নানা ভাবে খাজনা উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন। গৃহস্থালি এবং ব্যক্তিগত উভয় বিষয়ের উপর করারোপ করা হয়। এ ছাড়াও সিগারেট, তামাক, কবরস্থান সবকিছুর উপর কর আরোপ করা হয়। এভাবে পূর্বের ১ লক্ষ ২০ হাজার রুবলের পরিবর্তে ২ লক্ষ ৫০ হাজার খাজনা আদায় হয়।

পিটার প্রথম থেকে রাশিয়ার জনগণকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় নিয়ে আসতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি জনগণের আচার-আচরণ এবং পোশাক-পরিচ্ছেদে পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হন। রুশ জাতিকে পশ্চিম ইউরোপীয় আচার ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি রাশিয়ায় ইউরোপীয় পোশাক পরিচ্ছেদ, নৃত্যগীত ইত্যাদি প্রবর্তন করেন। ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে এসে তিনি কিছু নয়া নির্দেশ জারি করেন। লম্বা দাঁড়ি ছিল রাশিয়ার পুরনো ঐতিহ্যের প্রতীক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, এছাড়া লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক যা টোগা নামে পরিচিত ছিল। এসব তিনি নিষিদ্ধ করেন । ফ্রান্স এবং জার্মানির কাপড় ব্যবহারে উৎসাহিত করেন। পশ্চিমা মেয়েদের মুক্ত জীবনের প্রতি মিল রেখে পিটার উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদের পর্দা খুলে দেবার নির্দেশ দেন। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর একত্রে সামাজিক অনুষ্ঠানে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। জার নিজে পশ্চিমা নৃত্য শিখেছিলেন, তিনি অভিজাত শ্রেণীকেও এই শিক্ষা দেন এবং আশা করেন যে, আধুনিক কলা হিসেবে এটি রাশিয়াতে দ্রুত প্রসার লাভ করবে। এ ছাড়াও পিটার ধুমপানের অনুমতি দেন যা তার বাবা নিষিদ্ধ করেছিলেন- ১৬৪৯ সালে। এ ছাড়াও পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে সাধারণ চিকিৎসক এবং দন্তচিকিৎসকের কাছে যাবার রীতি শুরু হয়। এছাড়াও প্রাচ্য দেশীয় নিয়মানুযায়ী সম্রাটের সম্মুখে মাথা ঠুকিয়ে কুর্নিশ করার যে রীতি তা বাতিল করা হয়।

পিটার শিক্ষার ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে শিক্ষা বাধ্যতামুলক করা হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষার স্কুল খোলা হয়। মস্কো এবং সেন্টপিটার্সবার্গে তিনি যে সব স্কুর খোলেন তা ছিল সামরিক ও বৃত্তিমূলক। তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে ইঞ্জিনিয়ারিং, নৌবিদ্যা, হিসাববিদ্যার উপর ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও তিনি

একটি বিজ্ঞান পরিষদ গঠন করেন। তার সময়ে রাশিয়ার বর্ণমালা সংস্কার করা হয়। পূর্বের আটটি বর্ণ প্রত্যাহার করা হয় এবং আরো কিছু অক্ষর সহজীকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও পিটার রাশিয়াতে যিশু খ্রিস্টের জন্মসাল অনুসরণ করে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। এই নতুন পঞ্জিকা অনুসারে সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে নতুন বছর শুরু জানুয়ারিতে হয়।

১৭০৩ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে রাশিয়ার নতুন রাজাধানী স্থাপিত হয়। নেভা নদীর পার্শ্বে একদিকে দ্বীপ এবং অন্যদিকে জলাভূমি বেষ্টিত সেন্ট পিটার্সবার্গ গড়ে উঠে। সেন্ট পিটার্সবার্গকে আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দশ থেকে বিশ হাজার সৈনা বাহিনী, চাষী এবং কৃষককে কাজে নিযুক্ত করা হয়। এখানে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মন্ত্রীদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। সেন্ট পিটার্সবার্গকে অপূর্বসুন্দর নির্মাণশৈলীতে সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো। এর মধ্যে ছিল শীতকালীন প্রাসাদ, বারুশ শিল্পরীতি ভিত্তিক বিভিন্ন রাজকীয় ও সুনিপুণ কারুশার্যময় প্রাসাদ, বাগান ইত্যাতি। একশত বছরে এটি প্যারিস, রোম এবং আমস্টার্ডামের মত শহরে পরিণত হয়। এই শহর আধুনিক রাশিয়াকে উপস্থাপন করে, পশ্চিম-এর সঙ্গে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠে। রাজত্বের শেষের দিকে পিটার সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গে নিয়ে আসেন। ভার্সাই যেমন চতুর্দশ লুইয়ের শাসনকে চিহ্নিত করে, সেন্টপিটার্সবার্গ ও তেমনি পিটারের শাসন ব্যবস্থার শক্তি এবং একনায়কতন্ত্রের স্মারক হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে।

৪। পিটাররের পররাষ্ট্রনীতি

পিটারের পররাষ্ট্রনীতির মূলে ছিল রাশিয়াকে ইউরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি অবস্থানে নিয়ে আসা। তার পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল-

১) বাল্টিক অথবা কৃষ্ণসাগরে সম্ভব হলে উভয় সাগরেই রাশিয়ার প্রবেশ পথ নিশ্চিত করা।
২) এই দুই সাগরের পথ ধরে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করার প্রচেষ্টা চালানো।

এই পররাষ্ট্রনীতিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রতিকূল পরিবেশ বা ভৌগোলিক অবস্থা তার লক্ষ বা উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য প্রয়োজন ছিল বালটিক অথবা কৃষ্ণসাগরের প্রবেশ পথে একটি রবফহীন বন্দর লাভ করা। কারণ, শ্বেতসাগর বছরে নয় মাস বরফে আবৃত থাকায় ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তারে রাশিয়ার নৌশক্তি পিছিয়ে পড়েছিল। তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি পশ্চিম দিকে জানালা খুলতে চান অর্থাৎ তিনি পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হন। বাল্টিক এবং কৃষ্ণসাগরের পানি বারো মাসই তরল থাকে অর্থাৎ বরফ পানির অঞ্চল থেকে উষ্ণ পানিতে প্রবেশ করার এই যে বৈদেশিক নীতি তা 'উষ্ণজলনীতি' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

এভাবে উত্তর বাল্টিক সাগর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরের অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরে ঢোকার তিনি চেষ্টা করেন। এভাবে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পিটার পশ্চিমের জানালা খুলে দেবার চেষ্টা করেন।

পিটারের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সফল করতে বা পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সুইডেন ও তুরস্কের সঙ্গে সংঘাত এবং যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। কারণ এই সময় বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী স্থানসমূহ ছিল সুইডেনের অধীন এবং কৃষ্ণসাগর ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যভুক্ত। এই দুই সাগরের দিকে বা এই পথে অগ্রসর হবার অর্থই ছিল সুইডেন বা তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। গুস্তাভাস এডোলফাস-এর সময় থেকে সুইডেন 'উত্তরের শক্তি' হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া লিভোনিয়া, ইনগ্রিয়া, পশ্চিম পোমারনিয়া-এর অধীনে ছিল। এছাড়া কৃষ্ণসাগরে তুরস্কের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাই সুইডেন এবং তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই পিটার অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি এ্যাজভ বন্দর দখল করতে সৈন্যবাহিনী পাঠান। কিন্তু বসবরাস এবং দার্দনেলিস প্রণালীদ্বয়ের উপর কোনো অধিকার না থাকায় কেবলমাত্র এ্যাজভ বন্দর দখল করে এই পথে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছানো রুশদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইউরোপের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে ব্যর্থ হলে পিটার সুইডেনের পোতাশ্রায়গুলি দখর করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এ ছাড়াও ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, ব্রানডেনবার্গে সুইডেনের একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙ্গে দিতে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষে এই সময় পিটারের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ চলে আসে। তা হলো সুইডেনের সিংহাসনে পঞ্চদশবর্ষীয় অনভিজ্ঞ রাজা দ্বাদশ চার্লসের ক্ষমতায় আসীন হন। দশম চার্লস যখন রাজা হন তখন রাশিয়া এবং এর আশপাশের রাজারা মনে করেছিলেন যে তরুণ রাজার অপরিপক্কতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সুইডেনকে তারা ভাগ করতে সক্ষম হবেন। ১৬৯৯ সালে গঠিত রাষ্ট্রজোটের খবর পাওয়া মাত্র তাদের একত্রিত হবার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে দ্বাদশ চালর্স অর্তকিতে ডেনমার্ক আক্রমণ করেন। ডেনিসরা সলর্সডহগ আক্রমণ করে। এরপর অগাস্টাস স্যাক্সন লিভোনিয়া আক্রমণ করলে দ্রুত গতিতে দ্বাদশ চালর্স স্যাক্সন থেকে ১৭০০ সালের মে মাসে ১৫০০০ সৈন্যসহ ডেনমার্ক আক্রমণ করেন এবং কোপেনহেগেন পর্যন্ত তার সেনা বাহিনী এগিয়ে যায়। ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিখকে অত্যন্ত অপমানজনক চুক্তি সম্পাদনে (১৭০০) বাধ্য করা হয়।

এভাবে ডেনিসদের পরাজিত করে চালর্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। ১৭০০ সালের নভেম্বর মাসে নাভা নদীতে উভয় পক্ষ মিলিত হয়। মাত্র আট হাজার সৈন্যসহ রাশিয়ার চল্লিশ হাজার সৈন্যবাহিনীকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করেন। তবে চালর্স এই যুদ্ধ আর না চালিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের চূড়ান্ত নিস্পত্তির আগেই তিনি তার তৃতীয় শত্রট্টু পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন। দীর্ঘ সাত আট বছর তিনি পোল্যান্ডের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৭০৬ সালে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ এবং ক্রাকো তিনি জয় করেন এবং পোল্যান্ডের পার্লামেন্টকে রাজা আগস্টাসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বাধ্য করেন তার মনোনীত ব্যক্তি স্টেনিগলস জেলেস্কিকে পোল্যান্ডের রাজা হিসেবে বসানো হয়।

১৭০৮ সালে দ্বাদশ চালর্স প্রায় তেত্রিশ হাজার সৈন্যসহ রাশিয়া আক্রমণ করেন এবং মস্কোর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই যুদ্ধে রাশিয়া রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালন করে। এই অভিযানের মূল লক্ষই ছিল মস্কো দখল করা। রাশিয়ার স্মরণকালের তীব্র শীতে সুইডিসবাহিনী মস্কো থেকে তখনও বহু দূরে ছিল। খাদ্য এবং অন্যান্য সরবরাহ ফুরিয়ে আসতে থাকে, ফলে বিভিন্ন রোগে বহুলোক মারা যায়। রাশিয়ার বাহিনীর ক্রমাগসরতার কারণে সুইডিশ বাহিনী দক্ষিণ

দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং এখানে কসেক উপজাতির সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তিতেও আবদ্ধ হয়। ১৭০৯ সালে উভয়বাহিনী পোলটোভায় মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে পিটার চার্লসকে পদানত করতে সক্ষম হন, বহু সুইডিস সৈন্য বন্দি হন। রাজাও যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তুর্কিসাম্রাজ্যে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। পোলটোভায় রাশিয়ার বিজয় ইতিহাসে চ ড়ান্ত নিস্পত্তিকারী বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৭২১ সালে সুইডেন এবং রাশিয়ার মধ্যে ন্যাসডেট চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া লিভোনিয়া, এস্তোনিয়া, ইনগ্রিয়া পায়। এভাবে সুইডেন বাল্টিক উপকূলে তার একচেটিয়া অধিকার হারায়। রাশিয়া ফিনল্যান্ড বা পশ্চিমদিকে তার জানালা খুলে দিতে সক্ষম হয়। পিটার তার এই স্বপ্ন বাস্তাবয়নের লক্ষে সেন্ট পিটার্সবার্গে নুতন রাজধানী স্থাপন করেন বাল্টিকের জানালা হিসেবে। বলা যায় এই চুক্তি বালটিক তথা উত্তর ইউরোপে সুইডিশ আধিপত্য ভেঙ্গে দেয় এবং তার জায়গা রাশিয়া দখল করে নেয়। যদিও রাশিয়ার বন্দরসমূহ বছরের অর্ধেক সময় বরফে আচ্ছাদিত থাকতো। কিন্তু তারপরও তিনিই রাশিয়াকে ইউরোপে একটি সম্মানজনক আসন প্রদান করেছিলেন। পিটারের যোগ্যতা এবং সুইডেনের পতনে রাশিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যভুক্ত শক্তিশালী দেশ হবার প্রথম পথ অতিক্রম করেন। যদিও কৃষ্ণসাগরের দিকে তিনি তেমন সাফল্যমন্ডিত হন নাই। এটি পিটারের কৃতিত্ব যে তিনি রাশিয়াকে একত্রিত করেন এবং এর সঙ্গে রাশিয়ার সীমানা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। এভাবে ইউরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়া ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকে।

সারসংক্ষেপ

মহামতি পিটার একটি জাতির সৃষ্টিতে সহায়তা করেন এবং সেই দেশটির জন্য উন্নতির বার্তা বয়ে নিয়ে আসেন। একটি স্বৈরাচারী এবং দারিদ্র্য পীড়িত সমাজ ব্যবস্থার উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে সমাজের সকল অন্যায় অবিচার বন্ধ করে তিনি আধুনিক রাশিয়া গড়ে তোলেন। তিনি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিভূ ছিলেন। রাশিয়ার পশ্চিমাকরণের নীতির ক্ষেত্রে তিনি অসমঝোতামূলক নীতি গ্রহণ করেন। বোয়ের নামক পুরানো অভিজাত সম্প্রদায় বিলুপ্ত করেন এবং নতুন ভদ্রলোক সম্প্রদায় শ্রেণী গঠন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে কারখানা, ছাপাখানা, বিভিন্ন হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট নির্মাণে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তবে পিটারের বৈদেশিক নীতি অভ্যন্তরীণ নীতির চেয়ে সাফল্যমন্ডিত হয়ে ছিল। তিনি রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। বাল্টিক উপকূলে রশিয়ার প্রবেশধিকার ছিল। তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণে তিনি বিরমাহীনভাবে সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি তৎকালীন সুইডেনের স্থলে রাশিয়াকে 'উত্তরের শ্রেষ্ঠ শক্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কূটনৈতিক পাঠিয়ে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন।এভাবে কঠোর পরিশ্রম এবং চেষ্টায় সর্বাত্মক দিক দিয়ে রাশিয়াকে ইউরোপীয় শক্তির মর্যাদায় ভূষিত করেন। তার শাসনামলে আধুনিক সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, শক্তিশালী আমলা শ্রেণীর গঠন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, নতুন রাজধানী যা আধুনিক এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিকে ধারণ করতো, সর্বোপরি একটি শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন পিটার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পিটারের পূর্বে রাশিয়ায় জারের সাধারণ সভার নাম কি ছিল?
ক) নেসটেড খ) ডুমা
গ) ডায়েট ঘ) পার্লামেন্ট

২। কার মৃত্যুর পর রাশিয়ায় প্রায় ত্রিশ বছরব্যাপী অরাজক অবস্থা চলতে থাকে?
ক) তৃতীয় আইভান খ) চতুর্থ আইভান
গ) দ্বিতীয় আইভান ঘ) পঞ্চম আইভান

৩। কত সালে রাশিয়া তুর্কিদের কাছ থেকে এ্যাজভ বন্দর দখল করেন?
ক) ১৬৯০ খ) ১৬৯৩
গ) ১৬৯৬ ঘ) ১৬৯৯

৪। রাশিয়ার চার্চের সর্বোচ্চ শাসককে কি বলা হতো?
ক) প্যাটিয়ার্ক খ) পোপ
গ) ডিসিগথ ঘ) লর্ড

৫। রাশিয়া তৎকালীন সুইডেনের কোন রাজার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন?
ক) গুস্তাভাগ ভাসা খ) দশম চালর্স
গ) দ্বাদশ চালর্স ঘ) গুস্তাভাস এডোলভাস

৬। ন্যাসটেডের চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া কোনস্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্ষম হয়?
ক) পূর্বের জানালা খুলে দেয়া খ) ডেনমার্ক দখল করা
গ) প্যাশ্রিুয়া দখল করা ঘ) পশ্চিমের জানালা খুলে দেয়া

উত্তরমালা : ১। (খ) ২। (ক) ৩। (গ) ৪। (ক) ৫। (গ) ৬। (ঘ)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রোমানভ বংশের উত্থানের সময় তৎকালীন রাশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২। ছদ্মবেশে পিটারের ইউরোপ ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? পশ্চিমা দেশসমূহে এই ভ্রমণ রাশিয়ার আধুনিকীকরণের কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পিটারের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য কি ছিলো? আধুনিক রাশিয়া গঠনে তার অভ্যন্তরীণ সংস্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে মূল্যায়ন করুন।

২। বৈদেশিক ক্ষেত্রে মহামতি পিটার কোন উদ্দেশ্য পূরণে সর্বশক্তি ব্যয়িত করেন? পিটারের বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা করুন।

পাঠ - ৩

ফ্রান্স, চতুর্থ হেনরি এবং চতুর্দশ লুই

এই পাঠ শেষে আপনি -

- প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের ধর্মীয় সংঘাত এবং চতুর্থ হেনরির উত্থান সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- চতুর্থ হেনরির অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- চতুদর্শ লুইয়ের অভ্যন্তরীণ সংস্কারসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- চতুদর্শ লুইয়ের বৈদেশিক নীতি তথা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

১। বুরবোঁ রাজবংশের উত্থানের প্রাক্কালে ফ্রান্সে ধর্মীয় সংঘাত : চতুর্থ হেনরির ক্ষমতায় আরোহন :

চতুর্থ হেনরি ফ্রান্সের অন্যতম শক্তিশালী রাজা হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন। গৃহযুদ্ধোত্তর ফ্রান্সকে পুনপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে চতুদর্শ লুই যে শক্তিশালী ফরাসি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার ভিত্তি স্থাপন করেন চতুর্থ হেনরি।

ইউরোপে অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সেও সংস্কারবাদী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সের প্রোটেস্টান্টবাদ হিউগিনেট নামে পরিচিত ছিল। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস এবং দ্বিতীয় হেনরির সময়ও হিউগিনটদের উপর নির্মম নিযার্তন চালানো হয়। তবে এই নিপড়ীনের পরেও প্রোটেস্টান্টবাদ, বিশেষত ক্যালভিনপন্থী প্রোটেস্টান্টবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দ্বিতীয় হেনরির মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের সময় ফ্রান্স স্কটল্যান্ডের গাইস পারিবারের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় হেনরির স্ত্রী ফ্রান্সিস-এর রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন এবং তার বাবা গাইস নামে পরিচিত ছিলেন। ফ্রান্সিস ডিউক এবং কার্ডিনাল চালর্স গাইস নতুন রাজার রাজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তারাও তীব্র হিউগিনট বিদ্বেষী ছিলেন। তবে গাইসদের এই উত্থান এবং প্রভাব ফ্রান্সের অন্যান্য রাজনৈতিক গ্রউপের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। বিশেষত বুরবোঁদের মধ্যে যারা গাইসদের ক্ষমতা ভাঙ্গতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন ফ্রান্সের হিউগিনটরা এই সময় বুরবোঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের অধিকারসমূহ আদায় করতে ইচ্ছুক হয়ে উঠেন। এভাবে হিউগিনটদের আন্দোলন একটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। ১৫৬০ সালে রাজাকে অপহরণ করার ষড়যন্ত্রে গাইসরা ভীত হয়ে হিউগিনটদের কিছু সুবিধা দেয়। ১৫৬০ সালে দ্বিতীয় ফ্রান্সিস মারা যায় এবং তার ভাই নবম চালর্স রাজা নিযুক্ত হন। তবে তার বয়স দশ হওয়ায় ক্যাথরিন ডি মেডিচি রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। হিউগিনটদের অধিকতর দাবির মুখে ১৫৬২ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। তবে গৃহযুদ্ধে প্রোটেস্টান্টদের বিজয়ে ১৫৭২ সালের ২৪শে আগস্ট বার্থলোমিওর দিন প্রায় দশ হাজার হিউগিনটকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হাজার হাজার হিউগিনট দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। গৃহযুদ্ধ আবার শুরু হয়। তবে রাজকীয় বাহিনীর

আক্রমণের মুখেও হিউগিনটরা তাদের শহরের দুর্গ রক্ষা করে। প্রতিসংস্কার আন্দোলন এবং জেসুইট ও উগ্রক্যাথলিকদের প্ররোচনায় হেনরি গাইসের নেতৃত্বে ১৫৭৬ সালে একটি ক্যাথলিক লীগ গড়ে উঠে।

১৫৭৪ সালে নবম চালর্সের মৃত্যুর পর তার ভাই তৃতীয় হেনরি ফ্রান্স ভূখন্ডের দক্ষিণ অঞ্চলের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। অভিজাত এবং বুজোর্য়ো শ্রেণী দ্রুত বৃহত্তর ফরাসি অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ক্যাথলিক লীগকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা থেকেই তৃতীয় হেননি ১৫৮৫ সালে প্যারিস লীগ প্রতিষ্ঠা করেন, যা বৃহত্তর ফ্রান্সকে সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে অচিরেই কাজ করে। হেনরি তৃতীয় উক্ত লীগের প্রধানও নিযুক্ত হন। এর ফলে হেনরি গাইসদের সঙ্গে তার বিরোধ বেড়ে যায়। ফ্রান্সে গাইসপন্থী এবং দক্ষিণের হেনরি নাভারদের বাহিনী যৌথভাবে প্যারিস আক্রমণ করে। ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। ১৫৮৯ সালের ১ আগস্ট তৃতীয় হেনরি নিহত হন। হেনরি নাভার ৪র্থ হেনরি নামধারণ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

নবম চালর্সসের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা তৃতীয় হেনরি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। তৃতীয় হেনরি সিংহাসনে আরোহন করলেও তিনি ছিলেন অসুস্থ। তাই আশঙ্কা দেখা দেয় যে তার মৃত্যুর পর ফ্রান্সের রাজক্ষমতা ভ্যালোস পরিবারের পরিবর্তে বুরবোঁ পরিবারের নেতা হলেন হেনরি ন্যাভারি, তিনি হিউগিনটদের নেতা। সুতরাং ক্যাথলিক লীগ গঠনের পর থেকে ফ্রান্সে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। ক্যাথলিক এবং পবিত্র লীগ ফ্রান্সের সকল হিউগিনটদের চিহ্নিতকরণের পক্ষে ছিলো। সুতরাং, তিন হেনরির মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে :

ক) শাসক রাজা তৃতীয় হেনরি যিনি ছিলেন উদার পন্থী ক্যাথলিক;
খ) হেনরি ডিউক অব গাইস, উগ্রপন্থী ক্যাথলিক;
গ) হেনরি ন্যাভারি হিউগিনট এবং বুরবোঁ বংশোদ্ভুত।

হেনরি গাইস প্রথম দিকে তৃতীয় হেনরির সঙ্গে একত্রিত হয়ে অস্ত্র ধারণ করলেও তৃতীয় হেনরির সঙ্গে মৈত্রীর ফলে তার উদারপন্থী সমর্থকদের সমর্থন হারিয়ে তিনি হেনরি গাইসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ১৫৮৮ সালে গুপ্তঘাতকের হাতে হেনরি গাইস মৃত্যুবরণ করেন। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এই সময় ফ্রান্সের ব্যাপারে সময় দিতে পারেন নি। অপর দিকে বুরবোঁ বংশের হেনরি ন্যাভারি ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের এবং ডাচদের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৫৮৯ সালে তৃতীয় হেনরির মৃত্যুর আগে তিনি হেনরি ন্যাভারিকে তার উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেন। ১৫৮৯ সালে তৃতীয় হেনরির মৃত্যুর পর ভ্যালোস পরিবারের ক্ষমতা খর্ব হয় এবং বুরবোঁ রাজবংশের শাসন শুরু হয়। হেনরি ন্যাভারি রাজা চতুর্থ হেনরি উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তবে গৃহযুদ্ধ আরো কিছু দিন চলতে থাকে। রাজা উগ্রপন্থী ক্যাথলিকদের বিদ্রোহ দমন করে নিজেকে ক্যাথলিক হিসেবে ঘোষণা দেন যা ছিলো সুচিন্তিত কাজ। ১৫৯৩ সালে ২৫ জুন সেন্ট ডেনিশ চার্চে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রোটেস্টান্ট হিসেবে ফরাসি জনগণ তাঁকে মেনে নিতে রাজি ছিলো না। তবে এরপর অনেকেই তার সমর্থনে এগিয়ে আসে। ১৫৯৪ সালে তাকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সমগ্র ফ্রান্স তা মেনে নেয়। ১৫৯৮ সালে স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিলো।

তবে দ্বিতীয় ফিলিপ এই যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং ফ্রান্সে একজন ক্যাথলিক শাসক ক্ষমতায় আছেন এই অজুহাতে তিনি চতুর্থ হেনরিকে ফ্রান্সের বৈধ রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

২। চতুর্থ হেনরির অধীনে ফ্রান্স অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি

চতুর্থ হেনরি ফ্রান্সের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি ছিলেন যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং সমসাময়িক সকলে তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তিনি রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অস্থিরতা থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করে স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন এবং হ্যাপসবার্গদের যেকোন আক্রমণকে প্রতিহত করে তিনি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনেন। ১৫৯৮ সালে স্পেনের সঙ্গে ভার্ভিন চুক্তি সম্পাদন করে যুদ্ধ এবং বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এ ছাড়াও হেনরি প্রোটেস্টান্ট ধর্মত্যাগ করে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি প্রোটেস্টান্টদের রক্ষার্থে ১৫৯৮ সালের ১৩ এপ্রিল এডিক্ট অব নানটেস ইস্যু করেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন শহরে প্রোটেস্টান্টদের পূর্বের অধিকারসমূহ যেমন- উপাসনা করার অধিকার, প্রোটেস্টান্টদের মত প্রকাশের অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। প্রোটেস্টান্ট স্কুল খোলার সুযোগ দেয়। এ ভাবেই এটি ধর্মীয় এবং সামগ্রিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

গৃহ যুদ্ধের সময় ফ্রান্সকে যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়;

১। ধর্মীয় বিভক্তি বা অসন্তোষ;
২। বিদ্রোহী অভিজাত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে দেশে বিভক্তি আনয়নের চেষ্টা করে;
৩। দুর্নীতিবাজ অফিসার ব্যবসা বাণিজ্যে সবর্তোভাবে উদাসীন ছিলো। এর ফলে রাজকোষে অশনি সংকেত বেজে উঠে।

ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। সর্বত্র মানুষের জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে উঠে। চতুর্থ হেনরি দুটি ঘটনাকে গুরুত্ব দেন।

ক) রাজকীয় ক্ষমতা পুনপ্রতিষ্ঠা করা।
খ) কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করেন।

চতুর্থ হেনরি তাঁর অর্থমন্ত্রী ডিউক সালির কাছ থেকে সকল সাহায্য সহযোগিতা, বুদ্ধি বিবেচনা গ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্সকে অর্থনৈতিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করেন। এডিক্ট অব নানটিস এর সামাজিক এবং ধর্মীয় অসংগতি দূর করে। হেনরির বৈদেশিক নীতি তেমন বৃদ্ধি পায়নি। অভ্যন্তরীণ এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পুণর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় যা রিশল্যু এবং ম্যাজারিন কর্তৃক সাফল্যমন্ডিত হয়ে চতুর্দশ লুই ফ্রান্সকে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন।

ভার্ভিন চুক্তি সম্পাদনের পর চতুর্থ হেনরি তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মিটিয়ে শান্তি পুনস্থাপন করতে এগিয়ে আসেন। হেনরি তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী সালির সাহায্যে অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনে এগিয়ে আসেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নতিতে যে সব নীতি অনুসরণ করেন তা হলো।

প্রথমত : তিনি দুর্নীতিবাজ অফিসারদের অবৈধ কর আত্মসাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি অবৈধ চাকুরীর নিয়োগগুলি বাতিল করেন। ফলে সরকারের অনেক অর্থের সাশ্রয় হয়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি কর আদায়ের পুরানো ব্যবস্থাকে বাতিল করে তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করেন। তিনি কেন্দ্রীয় গভর্ণরদের অনুমতি ছাড়া প্রাদেশিক গভর্নরদের অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ফ্রান্সে কর আদায়ের নীতিটা ছিলো ব্যক্তিগত লোকদের তত্ত্বাবধানে। তিনি সরকারি হিসাবের ব্যাপারে কঠোর নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করেন। চার্চ এবং অভিজাত শ্রেণী ফ্রান্সে কর দানে মুক্ত থাকলে ও জরুরি অবস্থায় তাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায়ের নীতি স্বীকৃত হয়। এ ছাড়াও অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহ দমনের জন্য ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী রাখা হয় এবং সমগ্র দেশে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়। এভাবে সালির নেতৃত্বে পরিচালিত সংস্কারের ফলে ১৬১০ সালে জাতীয় ঋণ শুধু কমে নাই বরং জাতীয় সঞ্চয় ১০,০০০ লিভারস এ বেড়ে যায়।

এ ছাড়াও ডিউক সালি ফ্রান্সের উন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। হেনরি এবং সালি দুজনেই কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষে কাজ করেন। কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের কর ব্যবস্থাকে বাতিল করেন এবং খাদ্যশস্য এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ মুক্তভাবে চলাচলের অনুমতি দেন। তিনি বনভূমি ধ্বংসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি জমিতে কর্ষণ বা চাষের সূচনা করেন এবং পশুপাখি প্রজননে উৎসাহিত করেন। ১৫৯৫ সালে তিনি পুরানো অধ্যাদেশ উঠিয়ে কৃষককে গৃহপালিত পশুপালনে উৎসাহিত করেন। কৃষি কাজে উন্নতির জন্য তিনি খাল খনন কর্মসূচি গ্রহণ করেন, ব্যাপক জলাভূমি পরিষ্কার করে কৃষিকে সমগ্র ফ্রান্সে ছড়িয়ে দেয়া হয়। কৃষি কাজে উন্নতির জন্য তিনি রাস্তাঘাট এবং সেতু নির্মাণ করেন।

সালি যখন কৃষির উন্নতির ব্যাপারে কাজ করছিলেন তখন হেনরি শিল্প প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়ে উঠেন। তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কেন্টাইল নীতি অনুসরণ করেন। তার মূল লক্ষ্য ছিলো দেশে অর্থ ধরে রাখা যা প্রতি বছর বাইরে চলে যেতো রপ্তানি পণ্যের মাধ্যমে। এ লক্ষে তিনি কার্পেট সূক্ষ গ-াস, ভেলভেট, কাপড়, সিল্ক, পর্দা ইত্যাদির কারখানা তৈরি করেন। এভাবে দেশের শিল্প উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

সালি কৃষি ক্ষেত্রে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেও রাজা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প প্রসারের চেষ্টা করেন। তিনি নৌবহর এবং নৌবাণিজ্যের সরকারি সাহায্য দিয়েছিলেন। স্পেন, ইংল্যান্ড এবং হল্যান্ডের মতো ফ্রান্সও দূরবর্তী দেশে বাণিজ্য শুরু করেছিলো। বিভিন্ন স্থানে ফরাসি বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। এ ছাড়াও এই সময় ফ্রান্স নতুন পৃথিবীতে উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা এবং ভারতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।

হেনরির সময় প্যারিসকে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হয়। তিনি প্যারিসের নোংরা আবর্জনা বিদূরিত করে রাস্তাঘাট সংস্কার করেন, আধুনিক ঘর-বাড়ি গড়ে তোলেন, সেতু কালভার্ট ব্রিজ নির্মাণ করেন। প্যারিসকে আধুনিক শহরে পরিণত করার ক্ষেত্রে আবাসিক এলাকা এবং প্যারিসের সর্বত্র সুন্দর শহর পল্লী গড়ে তোলেন। ইটের ঘরের মধ্যে পাথরের কাজ দিয়ে অপূর্ব সৌন্দয ফুটিয়ে তোলা হয়।

খ) চতুর্থ হেনরির বৈদেশিক নীতি

দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্স প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয শক্তির মর্যাদা হারায়। স্পেনের সাম্রাজ্য ইউরোপে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিলো। হ্যাপসবার্গ অঞ্চল দ্বারা ফ্রান্সের সীমান্ত চতুর্দিকে ঘেরা ছিলো। সুতরাং ফ্রান্সের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিশ বছর শাসনে রাজা চতুর্থ হেনরি ফরাসিদের সম্মান, মান, মর্যাদা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সর্ব্বক চেষ্টা করেন। তিনি অস্ট্রিয়া এবং স্পেনের সম্মানকে অতিক্রম করে নিজ দেশের সম্মান বৃদ্ধির সর্বতো চেষ্টা করেন। তিনি জার্মানির স্থানীয় বিশেষত ক্লিভ এবং জুলিখ অঞ্চলের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিলো তা থেকে সুযোগ নেবার চেষ্টা করেন। ১৬০৬ সালে জার্মানিতে যে প্রোটেস্টান্ট ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিলো তার প্রতিও তার সমর্থন ছিলো। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে চতুর্থ হেনরি ডাচদের গোপনে সাহায্য করতে থাকেন যেখানে তারা সুইস, স্পেনিশ এবং জার্মান হ্যাপসবার্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। চতুর্থ হেনরির গুপ্ত হত্যার পর এই নীতি স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীকালে রিশল্যু এবং ম্যাজারিন কর্তৃক তাঁর আমলের নীতি অনুসরণ করা হয়।

২। চতুর্দশ লুই : (১৬৪৩ - ১৭১৫) ক্ষমতা আরোহন

১৬৬১ সালে ম্যাজারিনের মৃত্যুর পর চতুদর্শ লুই ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৬৩৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৪৩ সালে পাঁচ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। প্রায় অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় তিনি ফ্রান্সকে গৌরব ও সম্মানের আসনে তুলে ধরেন। একজন শক্তিশালী ও আদর্শ স্থানীয় রাজা হিসেবে তিনি সকল ইউরোপীয় শাসকের মডেল হিসেবে আবির্ভূত হন এবং তার সময়ে ফ্রান্সের ক্ষমতা, রাজ্যসীমা, শৌর্য-বীর্য ও গৌরব সবকিছুই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলা যায এই সময় ইউরোপে ফ্রান্সের বিজয় সূচিত হয় এবং এই সময়কে চতুর্দশ লুই এর যুগ বলে ঘোষণা করা হয়।

১৬০০ সালে বুরবোঁ বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং ফরাসিদের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতির সূচনাকারী চতুর্থ হেনরি আততায়ীর হাতে আকস্মিকভাবে প্রাণ হারালে ফরাসি ইতিহাসে এক সঙ্কটময় মুহূর্ত উপস্থিত হয়। চতুর্থ হেনরির নাবালক পুত্র ত্রয়োদশ লুই এর বয়স তখন নয় বছর ছিল। রানীমাতা মারিয়া ডি মেডিচি নিজেই নাবালক পুত্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। ১৬১৪ খ্রিঃ ফরাসি জাতীয় সভা স্টেটস জেনারেলের সভায় আমন্ড ডি রিশল্যু নামে জনৈক ফরাসি যাজক প্রতিনিধির বিচক্ষণতা এবং বাগ্মিতায় মুগ্ধমুগ্ধ হয়ে তাকে শাসকার্যে সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হয়। ১৬২৪ থেকে ১৬৪২ খ্রি : রিশল্যুর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ফরাসি রাষ্ট্রের সুদক্ষ কর্ণধার। রিশুল্যুর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই ত্রয়োদশ লুইও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার পুত্র চতুদর্শ লুইকে অভিভাবক সভার এক উইল দ্বারা তিনি উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। তবে লুই-এর নাবালোকত্বের কারণে রানীমাতা এ্যানতা অব অস্ট্রিয়া তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। ম্যাজারিন তখন ফ্রান্সের রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৬৬১ সালে ম্যাজারিনের মৃত্যু হলে ইউরোপের সবর্ত্র ফরাসি রাজতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। রিশল্যু ও ম্যাজারিনের ন্যায় কোনো মন্ত্রী ফ্রান্সে

আছেন কিনা ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপে দারুন উৎসাহের সৃষ্টি হয়। এ সময়ে চতুর্দশ লুই ঘোষণা করলেন যে তিনি নিজেই ফ্রান্সের রাজা এবং ম্যাজারিন তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবেন। শাসনের প্রথম থেকেই লুই ছিলেন একচ্ছ অধিপতি।

চতুর্দশ লুই একজন মহান রাজা বা 'গ্র্যান্ড মনার্ক' হিসেবে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্মান নিয়ে আসেন। তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে চতুর্দশ লুই ফরাসি রাষ্ট্র এবং জাতির উপর সর্বময় কর্তৃত্ব রেখে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিলো, 'রাষ্ট্র? আমিই রাষ্ট্র'।

চতুদর্শ লুই ছিলেন বিনয়ী, বিচক্ষণ, এবং সুদর্শন। সাত বছর বয়সে ফিলিপ কটির নামক শিক্ষকের অধীনে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরাণিক, নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, ইত্যাদি বিষয়ের উপর গ্রন্থাদি তিনি পাঠ করতেন। ঐতিহাসিক রিফিক্সের নিকট ল্যাটিন ভাষা, সিজারের কমেন্টারি, কার্ভেন্টিসের ডনকুইকজট রোমান কমিকস ইত্যাদিও পাঠ করেন। একটি বৃহৎ দেশের রাজা হিসেবে, তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ক্ষমতায়, কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা, নিয়ামানুবর্তিতা তাঁকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করে।

চতুর্দশ লুইয়ের অভ্যন্তরীণ নীতি : রাজশক্তির সর্বাত্মক আধিপত্য

তিনি ছিলেন নি:সন্দেহে একজন স্বৈরাচারী শাসক। তার অতৃপ্ত উচ্চাকাংক্ষা ছিলো যেন তাঁর সময় ফ্রান্স ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনে যেন, সক্ষম হয়। তিনি কারো সঙ্গে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি রাষ্ট্রকে তাঁর নিজ সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন তার কার্যের জন্য তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দায়ী থাকবেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চতুর্দশ লুই-এর স্বৈরাচারী নীতির উদ্দেশ্যে ছিলো ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা রাজশক্তিকে রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয় ক্ষেত্রে সর্বময় করে তোলা।

চতুদর্শ লুইয়ের অভ্যন্তরীণ শাসন নীতির মূলমন্ত্রই ছিলো স্বৈরাচার। স্বৈরাচারী ক্ষমতা বাস্তবায়নে তিনি কিছু নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথমত, একনায়কতন্ত্র সুলভ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

দ্বিতীয়, চতুদর্শ লুই ধর্মীয় সংস্থাকে রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় একটি বিভাগে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই উদ্দেশ্যে পোপের প্রাধান্য খর্ব করে ফরাসি চার্চকে স্বাধীন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

তৃতীয়, রাজকীয় মর্যাদা সম্পর্কে তার ধারণাকে কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে ভার্সাই নামক স্থানে রাজসভা গঠন করেন।

চতুর্থ, জনসাধারণের মধ্যে রাজতন্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য সৃষ্টি করা।

চতুদর্শ লুই-এর আমলে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজতন্ত্র চূড়ান্তভাবে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলো। চতুদর্শ লুই-এর সময় ফ্রান্সে কোনো প্রাধানমন্ত্রী ছিলো না। তিনি নিজেই ছিলেন নিজের প্রধানমন্ত্রী। চতুদর্শ লুই কেন্দ্র ও প্রদেশের সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণ করেন এবং পার্লামন্ট অব প্যারিস নামক বিচার সভাকে এর রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। রাজ্যশাসন ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়ে রাজ্য সভা গঠন করেন। চতুর্দশ লুই কয়েকটি বিভাগ দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন সেগুলো হচ্ছে।

১। কাউন্সিল অব স্টেট : এটি ছিলো রাজার স্বার্থরক্ষার্থে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাজার পররাষ্ট্রসহ সকল কার্য সম্পর্কিত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল;
২। কাউন্সিল এব ডেসপ্যাচ: এটি প্রাদেশিক ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলো;
৩। কাউন্সিল অব ফিন্যান্স : বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় বরাদ্দকারী প্রতিষ্ঠান,
৪। প্রিভি কাউন্সিল : বিচার সম্পর্কিত কার্য সম্পাদনা করতো।

রাজার অধীন ও অনুগত কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত কার্যনির্বাহক তিনটি ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিলো যথা - কেন্দ্রীয় শাসন ও প্রাদেশিক শাসন, রাজস্ব আদায় ও বিচার। রাজ্য শাসনব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়ে রাজসভা গঠন করা হতো। উপদেষ্টারা ছিলেন তার পূর্বনিয়ন্ত্রাধীন কেরাণীর পর্যায়ভুক্ত। চতুদর্শ লুই শাসনকার্যে মন্ত্রীদের প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়ে সব স্তরে রাজার প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রত্যেক মন্ত্রীই রাজার আদেশ মেনে নিতে বাধ্য ছিলো। রাজার অনুমতি ছাড়া মন্ত্রীরা কোনো স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারতো না। সকল রাষ্ট্রীয় বিভাগ থেকে যে কোনো সিদ্ধান্ত রাজার সম্মুখেই নিতে হতো। তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারী কোনো বিষয়ে তাঁর পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতো না।

স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে কার্যকরী করতে গিয়ে রাজা আমলা শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। লুই অভিজাত শ্রেণীকে তাদের স্বীয়- ভূসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁর নির্মিত প্রাসাদে ভার্সাইতে বসবাস করতে আহবান জানান। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো তাদের দুর্বল করা এবং তাদের উপর নজর রাখা। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজা এবং রাজসভা ভিন্ন চ্যান্সেলরকে অর্থনীতি ও অন্যান্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করতেন। চ্যান্সেলর ছিলেন রাজার আইনের ব্যাপারে পরামর্শ দাতা এবং বিচার বিভাগের বুদ্ধি মন্ত্রণাদাতা। কন্ট্রোলার অব ফিনান্স রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজার সম্পূর্ণ অধীনে ছিলেন। এভাবে চতুর্থ হেনরির আমল থেকে রাজতন্ত্রকে সর্বময় করে তুলবার যে চেষ্টা শুরু হয় চতুর্দশ লুই এর আমলে তা পরিণতি লাভ করে।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

ফরাসি প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রয়ে যায়। রিশল্যু সংস্কারে পরিকল্পনা নিলেও তা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয় নাই। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কার্যকরী হতো। ইনটেন্টডেন্টদের মাধ্যমে তারা সরকার এবং রাজাকে প্রতিনিয়ত খবর দিতো। রাজার অনুমোদন ছাড়া স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারতোনা। লুই অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাকে খর্ব করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অভিজাত

শ্রেণীকে ইনটেনডেন্টস হিসেবে দায়িত্ব দেন। তারা রাজার নির্দেশ, আদেশ বা ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতো। এভাবে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করা হয়। এছাড়াও লুই পার্লামেন্টের ক্ষমতা কমানোর জন্য ১৬৪১ সালের পর আর পার্লামেন্ট বা এসটেট জেনারেলের সভা আহবান করেননি। প্রত্যেক প্রদেশেই একটি করে পার্লামেন্ট ছিলো, প্যারিসেও বিশেষ পার্লামেন্ট ছিলো।

লুই-এর সময়ে বিচার ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। বিচারকগণ নিজ নিজ পদ ক্রয় করতে এবং এই পদে আজীবন অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। প্রতিটি জেলা বা শহরে একটি করে প্রভোস্ট বা বিচারলয় ছিলো। এই সকল বিচারালয়ের বিচারকগণ বংশানুক্রমে বিচারপতির কাজ করতেন। উক্ত বিচারলয় থেকে প্রাদেশিক পার্লামেন্টের নিকট আপীল করা যেতো। প্রজায় প্রজায় দ্বন্দ্বের বিচার সততা এবং ন্যায় পরায়ণতার ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। এভাবে শাসন ব্যবস্থার প্রতি স্তরে রাজশক্তির আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় ফ্রান্সের বুকে অরাজকতা বিশৃঙ্খলা অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছিলো।

চতুদর্শ লুইয়ের অর্থনৈতিক নীতি

লুইয়ের একানায়কতন্ত্র এবং শক্তিশালী রাজার অভিব্যক্তি তাঁর অর্থনৈতিক নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিলো। শক্তিশালী রাজকোষ পিছনে না থাকলে স্বৈরাচার কার্যকর করা যাবে না। এই বিবেচনা থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি নতুন নীতি প্রবর্তন করেন। ১৬৮৩ সালে লুইয়ের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ জিনব্যাপটিস্ট কোলবার্টের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করেন। ফ্রান্সে মার্কেন্টাইলবাদ অত্যন্ত সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠে এবং বিশৃঙ্খল কর ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল পথে নিয়ে আসা হয়। মার্কেন্টাইলবাদের যে দুটি তত্ত্ব ছিলো তা হলো অর্থনীতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত, সোনা ও রুপার পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তোলা। কোলবার্ট প্রথম থেকেই অবৈধ বা বিশৃঙ্খল কর ব্যবস্থার সংশোধনের দিকে নজর দেন। কোলবার্ট ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এজেন্টদের মধ্যে অযোগ্য এবং অসৎ খাজনা আদায়কারীদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন এবং সৎলোকের মাধ্যমে নুতনলোক নিয়োগ করেন, কর ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। অভিজাত শ্রেণীর কর থেকে রেহাই দেবার যে নীতি ছিল তা বাতিল করা হয়। তিনি কৃষকের উপর প্রত্যক্ষ কর কমিয়ে দেন এবং অভিজাত শ্রেণীর উপর অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য করেন।

বাণিজ্যিক সংস্কার

কোলবার্ট বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার ফলে দেশের সমৃদ্ধি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মার্কেন্টালবাদের মূলতত্ত্ব হচেছ গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় শিল্পকে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক সাহায্য লাভ এবং বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে তাদের রক্ষা করা হয়। ১৬৬৭ এবং ১৬৬৮ সালে ফ্রান্স বিদেশী পণ্যের রপ্তানিকে অনুৎসাহিত করে। বিদেশী পণ্য আমদানির উপর কঠোর নীতি গ্রহণ করা হয়। বিদেশী জাহাজের উপরও শুল্ক ধার্য করা হয়। এভাবে তিনি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য অর্থ সাহায্য দিতেন এবং আমদানিকে নিরুৎসাহিত করেন। এভাবে গ-াস, সিল্ক, পর্দা, মদের ফ্যাক্টরি গুরুত্ব সহকারে গড়ে উঠে।

কষি ক্ষেত্রে উন্নতি

কৃষির উন্নতির জন্যও চতুর্দশ লুই ব্যাপক ব্যবস্থা নেন। কৃষককে করের বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যক্ষ কিছু কর শিথিল করা হয়। কৃষকদের মধ্যে যারা কর থেকে মুক্ত হয়েছিলো তারা কৃষি পণ্য উৎপাদনে অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠে। তিনি ঘোড়া, গরু, ভেড়া ও অন্যান্য গবাদি পশুর উৎপাদন এবং প্রজননে সাহায্য করেন। কৃষি পণ্যের সরবরাহের জন্য রাস্তাঘাট ও সেতু গড়ে তুলেন, আন্তবাণিজ্য পথের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। পরিবহন ব্যবস্থা প্রভূত উন্নতি করেন। তাঁর সময়ে বহু বিখ্যাত খালনির্মিত হয়-যেমন ভূমধ্যসাগর থেকে গ্যারনা নদীর যোগসূত্র স্থাপন করে আটলান্টিকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এভাবে কোলবার্ট প্রবর্তিত নীতিসমূহের মাধ্যমে ফ্রান্স কৃষি এবং শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা

কোলবার্ট বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বাণিজ্য এবং উপনিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে। মার্কেন্টাইল নীতি উপনিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে সহায়তা করে, যার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক দেশ বাণিজ্য ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। বাণিজ্য যুদ্ধে তিনি প্রতিবেশী হল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের মত বাণিজ্যিক সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই লক্ষ্যে ফরাসি নৌবাহিনী অত্যন্ত দক্ষভাবে গড়ে তোলেন। ফরাসি জাহাজসমূহ কয়েকশো থেকে হাজারে উন্নীত হয়। উপনিবেশ কাঁচামাল তৈরি করে দিতো, প্রস্তুতকৃত পণ্য আবার ঔপনিবেশিক বাজারে নিয়ে আসতো। এ ছাড়াও ইংল্যান্ডের মত ফরাসি ইস্ট এবং ফরাসি ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোম্পানি গঠন করে। ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডের কোম্পানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপ, লুসিয়ানা, কানাডা, আফ্রিকাতে প্রভাব বিস্তার করে। এ ছাড়াও ভারত, সেনেগাল, মাদাগাস্কারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে।

ফরাসি ঐতিহাসিক বসেট এর মতানুয়ায়ী লুই নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করতেন এবং নিজেকে সকল বিষয়ের সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তার পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে বলে মনে করতেন। লুইয়ের মতে ধর্মানুষ্ঠানের উপর প্রাধান্য সৃষ্টি রাজার একটি অপরিহার্য নীতি। তাঁর ধর্ম নীতির উদ্দেশ্য ছিল :

১। ফরাসি (গ্যালিকান) চার্চকে সম্পূর্ণ রাজশক্তির অধীনে স্থাপন করা এবং এই উদ্দেশ্যে পোপের প্রাধান্য থেকে ফরাসি চার্চকে মুক্ত করা।

২। ধর্মনৈতিক ঐক্যস্থাপন করা এবং সেই জন্যে হিউগিনটদের ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করা এবং জেনেসিস্ট কুইনসিস্ট নামক ক্যাথলিক পন্থীদের দমন করা। ইংল্যান্ডের অষ্টম হেনরি যেমন পোপের অধীনতা থেকে মুক্ত জাতীয় চার্চে পরিণত করেছিলেন তেমনি চতুর্দশ লুইও ফরাসি চার্চকে জাতীয় চার্চে পরিণত করার চেষ্টা করেন। পোপ সপ্তম আলেকজান্ডারের ভ্রাতা ১৬৬২ সালে রোমের ফরাসি দূত ক্রেকিরপত্নীও অনুচরদের আক্রমণ করেছে এই অভিযোগে লুই পোপকে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে এবং নিজ ভ্রাতাকে নির্বাসনে পাঠাতে বাধ্য করেন। এভাবে ১৬৭৩ সালে লুই এবং পোপের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দেয়। রাজার অধীনস্থ কোনো চার্চের বিশপ পদ সাময়িকভাবে শূন্য হলে ঐ সময়কার আয় রাজারা প্রাপ্ত হতো। এই প্রাপ্তিকে 'রিগেল' বলা হতো। তবে লুই দাবি করেন যে রিগেলের ক্ষমতা শুধু রাজার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহে নয় বরং ফ্রান্সের সকল বিশপারি অঞ্চলের উপরেই বর্তাবে এবং বিশপারি পদসমূহ রাজা কর্তৃক মনোনীত হবে। এছাড়াও গ্যালিকান চার্চের আন্দোলনের মূল সমর্থনকারী ছিলেন তিনি। দাবিসমূহ ছিলো :

১। পার্থিব কোনো ব্যাপরেই রাজাগণের উপর পোপের প্রাধান্য নেই;
২। পোপ ফরাসি চার্চের প্রচলিত নীতি বা ক্যাথলিক ধর্মনীতিবরোধী আদেশ জারি করতে পারবে না;
৩। পোপের আদর্শ সর্বজন গ্রাহ্য হতে হলে পাশ্চাত্যের সমগ্র ক্যাথলিক চার্চের সমর্থন প্রয়োজন হবে।

ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর উন্নতিকরণে লুই সর্বশক্তি ব্যয় করেন। তিনি ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তার সুযোগ্য সহকর্মী ল্যুভ এর নেতৃত্বে তিনি একটি জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, পুরানো ব্যবস্থাকে পরিমার্জন করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা তিনি সেনাবহিনীতে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ে আসেন। তিনি সৈন্যবাহিনীতে অভিন্ন আইন বা নিয়মনীতির সূচনা করেন। ল্যুভ ছাড়াও ভত্তবন ছিলেন একজন প্রকৌশলী। তিনি উত্তর পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন দুর্গনির্মাণ করেন। এছাড়াও তাঁর বিখ্যাত জেনারেলদের মধ্যে কনডি, টুরিন ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে খুবই কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শত্রট্টপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ এবং শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি ফ্রান্সকে শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলেন।

১৬৮৫ সাল পর্যন্ত লুই অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতিতে দিগ্বিজয়ী হয়ে ওঠেন। এছাড়াও সমসাময়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রীতি এবং উৎকর্ষে তিনি রাজতন্ত্রকে জড়িয়ে ফেলেন। তাঁর সভা ইউরোপীয় সংস্কৃতির মূলকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। তার সময়ে বিখ্যাত দার্শনিক, সাহিত্যিক, জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন মলিয়ে, নাট্যকার বেসিন সোয়াইন,ম্যাডাম দি মনটেইন প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিক শিল্পী। ফ্যাশন এবং কূটনীতির ভাষা হিসেবে ফরাসি ভাষা পরিচিতি লাভ করে। শালি মোর্জাট সঙ্গীত সৃষ্টিতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। শিল্প ও স্থাপত্যে ডি, এম নসার্ট ছিলেন বিখ্যাত। তিনি ভার্সাইয়ের মূল প্রাসাদের নকশা তৈরি করেন। এভাবে লুইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ভার্সাই ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানীতে এবং ফ্যাশন ও উন্নত জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো।

চতুদর্শ লুই প্রাচুর্যপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল জীবনের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। তিনি এমন একটি প্রাসাদ তৈরিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেন যা রাজোচিত এবং যা তার নামও শক্তির সঙ্গে একীভূত হয়ে উঠেছিল। তিনি প্যারিস থেকে প্রায় ২২ মাইল দূরে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এটিই হয়ে উঠে ফ্রান্সের শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতীক। বিখ্যাত স্থপতি মানসার্ট রাজকীয় সাহিত্যের প্রাসাদ গড়ে তোলেন এবং ফরাসি জীবনের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে এটি গড়ে উঠে। ত্রিশ হাজার মানুষ, ৬০০০ ঘোড়া প্রতিদিন এখানে ব্যস্ত থাকত। এর ছাদ এবং বড়নালাগুলি ছিল ৫,৪১৫ ফুট দীর্ঘ এবং ১৪০ ফিট প্রশস্ত। ২৫ হাজার অভিজাত পরিবার, ১ লক্ষ মধ্যবিত্ত পরিবার এবং ১ হাজার পরিচারিকা এখানে কাজ করত। এটি ছিল শিল্প সাহিত্যের মূর্ত প্রতীক। এটির পার্ক, ঝরণা, দামী ফার্নিচার, দরবার হল ইউরোপের আশ্চর্য জনক এবং দর্শনীয় বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ ছাড়াও স্থাপত্য শিল্পে এটি ছিলো নান্দনিক স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান।

১৬৮২ সালে লুই ভার্সাইয়ে আসেন এবং এখানে কোর্ট গঠন করেন, তার মন্ত্রী ফরাসি অভিজাত শ্রেণী এবং শিল্পীও সভাসদ সবাইকে তিনি ভার্সাইয়ে নিয়ে আসেন। এর মুল উদ্দেশ্য ছিল অভিজাত শ্রেণীকে তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে রাখা। এতে তিনি সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়েছিলেন।

যুদ্ধ এবং কূটনীতি ছিলো চতুর্দশ লুইয়ের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। সিংহাসনে আরোহনের পর পরই তিনি ফ্রান্সকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চতুর্দশ লুইয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিলো হ্যাপসবার্গ বংশ দ্বারা স্পেন ও অস্ট্রিয়ার শক্তি হ্রাস করে ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। এ ছাড়াও তিনি চেয়েছিলেন ফরাসি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করতে। তিনি প্রাকৃতিক সীমারেখা তত্ত্বটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন। যদি কোনো বিদেশী রাজা এই প্রাকৃতিক সীমারেখা দাবি করে তাকে সমূচিত শাস্তি দিতে হবে। চতুদর্শ লুই-এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো রাইন নদীর পশ্চিম তীরস্থ সকল স্থান অধিকার করে রাইন নদীকে ফ্রান্সের পূর্বসীমায় পরিণত করা এবং উত্তর পূর্বদিকে নেদারল্যান্ড অধিকার নিয়ে শেল্ট নদীর মোহনা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া। কারণ প্রাকৃতিক সীমারেখা লাভের মধ্য দিয়েই লুই হ্যাপসবার্গ পরিবারের ক্ষমতা হ্রাস এবং ইউরোপে একছত্র আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়। মূলত ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা ফ্রান্সকে তার আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি অনুসরণে সহায়তা করে। ত্রিশবছর যুদ্ধের পর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৬৮৫ সালে চর্তুদশ লুই নান্টিক এডিক্ট বাতিল করেন। এই সময় থেকে তার বিদেশ নীতিতে উগ্র ক্যাথলিক মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটে। হাজার হাজার হুগনেটকে হত্যা করেন। তাদেরকে আমেরিকা এবং হল্যান্ডে বিতাড়ন করেন। এর ফলে অসংখ্য কারিনর বিশেষজ্ঞ দেশত্যাগে বাধ্য হন। এরা মূল্যাবান সম্পদ ও অর্থকড়িত নিয়ে যায় যা ফ্রান্সের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারতো। ফ্রান্স কার্যত এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ফ্রান্স এ সময়ে একের পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। লুই-এর ধারণা ছিল এ সব যুদ্ধের মধ্যদিয়ে তিনি রাইন নদীর বাম তীরে ফ্রান্সের সীমানা বৃদ্ধি করতে পারবেন। ১৬৮১ থেকে ১৬৯৭ পর্যন্ত সময়ে লুই হল্যান্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ব্যাভারিয়াসহ বিভিন্ন ভূখন্ডে ছোট বড় বেশ কিছু অভিযান প্রেরণ করেন। তবে স্থলযুদ্ধে তিনি সফল হলেও নৌযুদ্ধে বরং তিনি পরাজিত হতে থাকেন। ইউরোপের প্রায় সকল শক্তিই চতুর্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে বা জোটগতভাবে দাঁড়ায়। তবে ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেনের উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ চলে ১৭০১ থেকে ১৭১৪ সাল পর্যন্ত। এটি ছিল ঐ সময়ে ইউরোপে সব চাইতে দীর্ঘ মেয়াদী এবং আলোচিত যুদ্ধ। ১৭০০ সালে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লস মারা গেলে উত্তরাধিকার নির্বাচন নিয়ে তিনটি পক্ষ দাবিদার হয়। এক পক্ষে ফ্রান্সের লুই চতুদর্শ তার নাতী ফিলিপ অ্যাঞ্জো, দ্বিতীয় পক্ষ অস্ট্রিয়ার হ্যাবসবার্গ সম্রাট লিওপল্ডের দ্বিতীয় পুত্র চার্লস, তৃতীয় দাবিদার ছিলেন ব্যাভারিয়ার ইলেক্টর ম্যাক্সিমিলিয়ানের পুত্র যোসেফ ফার্ডিনান্দ। লুই বিয়ে করেছিলেন স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপের দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা মার্গারেট থেরেসাকে। ফলে স্পেনের রাজা ফিলিপের কন্যা এবং নাত্নীকে বিয়ে করার সুবাদে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও ব্যাভারিয়া স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকরের দাবিদার হয়ে উঠে। ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এবং ইউরোপীয় অন্যান্য দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অবস্থা নেওয়ায় যুদ্ধটি

সর্বইউরোপীয় হয়ে উঠে। মূলত স্পেনের কলোনিতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল এই উত্তরাধিকার যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

চতুদর্শ লুইয়ের অন্যতম ইচ্ছা ছিল স্পেন-ফ্রান্সের সংযুক্তির মাধ্যমে এমন বৃহত্ত একটি রাষ্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার সমকক্ষ কোনো সাম্রাজ্য তৎকালীন পৃথিবীতে ছিল না। উত্তর হল্যান্ডীয় রাজ্যসমূহ হ্যাবসবার্গ রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত যাওয়ার ভয়ও লুইকে বিশেষভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। সে কারণেই চতুর্থ ফিলিপ্পের উইল বাস্তবায়নের ওপর তিনি চাপ দেন। উক্ত উইল মোতাবেক পঞ্চম ফিলিপ্প (১৭০০১৭৪৬) নাম ধারণ করে অ্যাঞ্জে ১৭০০ সালের এপ্রিল মাসে স্পেনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে আসেন।

নানা পরিস্থিতি বিবেচনায় লুই উইলটি গ্রহণ করেন এবং তার পৌত্র ফিলিপ আনজোকে স্পেনের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তবে চতুদর্শ লুই উইল গ্রহণের পর যে সকল নীতি গ্রহণ করলেন তা সমগ্র ইউরোপে ভীতি এবং ক্ষোভের ও সৃষ্টি হয়।

১। লুই ঘোষণা দেন যে বুরবোঁ বংশের ডিউক আঞ্জো স্পেনের সিংহাসন অধিকার করলেও ফ্রান্সের সিংহাসনের উপর তার দাবি সম্পূর্নভাবে স্বীকৃতি থাকবে।

২। ইংরেজ ও ওলন্দাজ বাণিজ্য পোত স্পেনীয় আমেরিকাস্থ উপনিবেশ গুলিতে প্রবেশ করতে পারবে না বলে তিনি হুকুম জারি করেন।

৩। অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সঙ্গে আপোস মীমাংসায় তিনি অস্বীকৃতি জানালেন।

৪। উইলিয়াম অরেঞ্জকে ইংল্যান্ডের রাজা বলে স্বীকার করলেন না।

তার এই ঘোষণা ইউরোপীয় দেশ গুলোর মধ্যে ভীতি ও সন্দেহ সৃষ্টি করলো। এদিকে লুই রাইন উইকের চুক্তি ভঙ্গ করে স্পেনিশ নেদারল্যান্ড আক্রমণ করলে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, হল্যান্ড প্রভৃতি শক্তিবর্গ মহান শক্তি সমবায় নামে একটি শক্তি সংগঠিত করে লুইয়ের ঔদ্ধত্যের উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়।

এর ফলে তিনটি মহাদশে ১৭০১ থেকে আরম্ভ করে ১৭১৩ সাল পর্যন্ত, ইউরোপ ও এশিয়া আমেরিকায় যুদ্ধ চলে। দীর্ঘ ১৩ বছর এই যুদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দুটো ঘটনা যুদ্ধ বিরতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রথমত : ইংল্যান্ডে উইগ মন্ত্রী সভার পতন ঘটে এবং টোরিরা ক্ষমতায় আসে, টোরিরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিলো না।

দ্বিতীয়ত : সম্রাট যোসেফ মারা যায় এবং আর্ত ডিউক চালর্স যষ্ঠ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। চার্লসের ক্ষমতা আরোহনের পর স্পেনের উত্তরাধিকার নিয়ে আগ্রহ আর রইলো না। এর ফলে ইউট্রেক্ট সন্ধি দ্বারা স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের অবসান ঘটে। ইউট্রেক্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৭১৩ সালে। উক্ত চুক্তির বিষয়সমূহ ছিল :

১। লুই এর প্রোপৌত্র ফিলিপ আঞ্জোকে স্পেনের রাজা বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। তবে একই ব্যক্তি স্পেন এবং ফ্রান্স উভয় দেশের সিংহাসন কোনো ভাবেই দাবি করতে পারবে না।
২। স্পেনের নেদারল্যান্ডীয় এবং ইতালীয় ভূখন্ডের কর্তৃত্ব অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হলো;
৩। ফ্রান্সকে এ্যালসেস, স্টাসবার্গ এর অধিকার দেয়া হয়;
৪। প্রুশিয়ার ইলেকটরকে রাজা উপাধি দেয়া হয়;
৫। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে হ্যানোভার অরেঞ্জ পরিবারের অধিকার স্বীকৃত হয়। এছাড়া স্পেনের কলোনিতে ইংল্যান্ডের গুরত্বপূর্ণ সুবিধা প্রদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এই চুক্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। চুক্তিটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শক্তিকে স্পেনের প্রভাব মুক্ত করে এবং ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং প্রাশিয়াকে নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে সুযোগ করে দেয়। ফ্রান্সের অর্থবল ও নৌবল যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের ইতিহাসে ফরাসি রাজ্য গ্রাস নীতির পরিসমাপ্তি ঘটায়। তবে এই সন্ধিতে চতুদর্শ লুই-এর দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটিয়ে তার প্রোপৌত্র পঞ্চদশ লুই রাজা হন, ফ্রান্স পরবর্তী সময়ের জন্য হ্যাপসবার্গ এর বিপদ থেকে মুক্ত হয়। তবে ইউট্রেক্ট সন্ধি ফ্রান্সকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলে স্বীকার করে নেয়।

চতুদর্শ লুই এর পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ফ্রান্স ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হলেও তা ছিল খুবই সাময়িক। তার পররাষ্ট্র নীতি পরবর্তীকালে ফ্রান্সের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

ফ্রান্সের ইতিহাসে বুরবোঁ রাজবংশের উত্থান এক যুগান্তকারী ঘটনা। চতুর্থ হেনরির আমলে বুরবোঁ শক্তির যে প্রাধান্য বা প্রভাবের গোড়াপত্তন হয়েছিলো চতুদর্শ লুইয়ের আমলে তা সম্পূর্ণতা লাভ করে। চতুর্থ হেনরি ফ্রান্সে ধর্ম সংক্রান্ত দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটান। আধুনিক ফ্রান্সে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক কাঠামোর সূচনা করে- চতুর্দশ লুই ফ্রান্সকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। চতুদর্শ লুই এর রাজত্বকাল অভ্যন্তরীণ এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। লুই তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা রাজশক্তি সম্পর্কে তার ধারণা সর্বোপরি সমসাময়িক সাংস্কৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে রাজতন্ত্রকে মিশিয়ে ফ্রান্সের রাজ শক্তিকে অপ্রতিহত এবং মর্যাদা পূর্ণ করে তুলেছিলেন। লুই-এর কর্মপরায়ণতা, তার রাজোচিত আত্মমর্যাদা ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের ইতিহাসে তার চরিত্রকে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছিল। কেবলমাত্র ফ্রান্সে নয় সমগ্র ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি প্রভাব এবং প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার রাজত্বকালে ইউরোপের ইতিহাস প্রাধানত ফ্রান্সের ইতিহাসে পরিণত হয়েছিল। তার কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা, তার রাজনৈতিক প্রাধান্য, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক ও অথনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব সবিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। ফরাসি দার্শনিক মতেস্কু চতুর্দর্শ লুই-এর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে তাকে মহান রাজা বলে অভিহিত করেন। রাজতন্ত্রকে তিনি এক শিল্পে পরিণত করেছিলেন এবং এই শিল্পীসত্তার তিনি ছিলেন প্রধানশক্তি। তার প্রভাবে রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি, সাংস্কৃতি, সর্বোপরি জাতীয় জীবনের সবকিছুই রাজার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফ্রান্সের প্রোটেস্টান্টদের কি নামে অভিহিত করা হয় ?

ক) এ্যানজেলিস্ট খ) প্রেসব্যাটারিয়ান

গ) হিউগিনেট ঘ) পিউরিটান

২। চতুর্থ হেনরির প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

ক) ডিউক সালি খ) কার্ডিনাল রিশল্যু

গ) কার্ডিনাল ম্যাজারিন ঘ) ডিউক পোপেনহাইম

৩। প্যারিস লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ১৫৭২ সালে খ) ১৫৮৫ সালে

গ) ১৫৭৪ সালে ঘ) ১৫৮৯ সালে।

৪। চতুদর্শ লুই রাজতন্ত্র সম্পর্কিত কোন ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন ?

ক) রাজা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী

খ) রাজার ক্ষমতা অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদার উপর নির্ভরশীল

গ) রাজা গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক

ঘ) রাজা জনগণের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিবেন

৫। চতুদর্শ লুইয়ের বিখ্যাত অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কে ছিলেন ?

ক) সালি খ) ম্যাজারিন

গ) রিশুল্যু ঘ) কোলবার্ট

৬। চর্তুদশ লুই তার বিখ্যাত প্রাসাদ স্থাপন করেন কোথায় ?

ক) ভার্সাই খ) প্যারিস

গ) ল্যুভ ঘ) তোরিন

৭। স্পেনের উত্তরাধিকার উইলে কাকে স্পেন সাম্রাজ্যের অধিকার দেওয়া হয়?

ক) আর্চ ডিউক চার্লস খ) ব্যাভারিয়ারযুবরাজ যোসেফ ফার্ডিনান্ড

গ) লুইয়ের প্রোপৌত্র আঞ্জো ঘ) ডোভারের পুত্র এলিকনকে।

উত্তরমালা : ১। (গ), ২। (ক), ৩। খ, ৪। (ক), ৫। (ঘ), ৬। (ক), ৭। (গ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বুবরোঁ রাজবংশের উত্থানের সময় ফ্রান্সের ধর্মীয় সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। চতুর্থ হেনরির বৈদেশিক নীতি আলোচনা করুন।

৩। রাজতন্ত্র সম্পর্কে চতুদর্শ লুইয়ের ধারণা কি ছিলো?
৪। শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চতুদর্শ লুইয়ের মূল্যায়ন করুন।
৫। চতুদর্শ লুইয়ের বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নির্ণয় করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চতুর্থ হেনরির অভ্যন্তরীণ নীতিসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
২। চতুদর্শ লুইয়ের অভ্যন্তরীণ সংস্কার আলোচনা করুন।
৩। চতুদর্শ লুইয়ের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Edward Mcroall Burps, Western Civilizations, their Histroy and their culture VOL 1
২। Thomas P. Neill, A History of Western Civilization
৩। Robert Ergang, Europe From the Renaissance to Waterloo.
৪। B V Rao, History of Europe (1450 - 1815)
৫। J E Swain, A History of World Civilization
৩। Carlton, J H Hayes, Modern Europe to 1870.
৫। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রী:)।

পাঠ - ৪

সুইডেন ও গাস্টাভাস এ্যাডোলফাস

এই পাঠ শেষে আপনি -

- গাস্টাভাস এ্যাডোলফাসের উত্থান সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- গাস্টাভাস এ্যাডোলফাসের অভ্যন্তরীণ নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গাস্টাভাসের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে গাস্টাভাসের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গাস্টাভাসের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন;

১। গাস্টাভাস এ্যাডোলফাসের (১৬১১ - ১৬৩২) উত্থান

গাস্টাভাস এ্যাডোলফাস সুইডেন তথা আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা বলে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন দশম চালর্সের পুত্র। তিনি সুইডেনের বিখ্যাত ভ্যাসা পরিবারে সদস্য ছিলেন। এই পরিবারটি সুইডেনকে কয়েকজন বিখ্যাত শাসক উপহার দিয়েছিলেন যাদের মধ্যে ছিলেন দ্বাদশ চালর্স এবং গাস্টাভাস এ্যাডোলফাস।

স্ক্যানডেনেভিয়ার অধিবাসীরা তিনটি রাজ্য গড়ে তুলেছিল। যেমন ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন। ক্রমশ তারা উত্তর এবং দক্ষিণ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং স্ক্যানডেনেভিয়ান উপনিবেশ তৈরি করে। ১৩৯৭ সালে ডেনমার্ক ও সুইডেন যৌথভাবে একত্রীকরণের মাধ্যমে নাম হয় 'ইউনিয়ন অব কামর' (Union of Calmor)| তবে এটি সুইডেনবাসী বেশি দিন সমর্থন করে নি। বিভিন্ন বিদ্রোহের পর অবশেষে সুইডেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গাস্টাভাস্ ভ্যাস্া সুইডেনের ভ্যাসা রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি আধুনিক সুইডেনের শক্তি ও মর্যাদার গোড়া পত্তন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সুইডেনে ডেনমার্কের আধিপাত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড় শত বছর দক্ষিণ সুইডেন, হল্যান্ড, স্কার্ভিনিয়া ও বে- রিং নামক স্থানগুলি ডেনমার্ক দখল করে সুইডেনের উত্তর সাগর ঢোকার পথ রুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু ১৫২৬ খ্রি: গাস্টাভাস্-এর অধীনে সুইডেনের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং সুইডেন ডেনমার্কের কাছ থেকে মুক্তি পায়। গাস্টাভাস্ ভ্যাসাই দীর্ঘ দশ বছর তাঁর সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক প্রতিভার প্রয়োগ ঘটিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সুইডেনের ভ্যাসা রাজ বংশের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেন।

গাস্টাভাসের পৌত্র সিগিসমান্ডের (১৫৯২-১৬০০) আমলে সাময়িকভাবে সুইডেনে রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সিগিসমান্ড সুইডেন এবং পোল্যান্ড উভয় স্থানের রাজা ছিলেন। এই দুই দেশের রাজবংশ একই ভ্যাসা পরিবার থেকে উদ্ভুত। সিগিসমান্ড আমলের অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন গাস্টাভাসের কণিষ্ঠ পুত্র নবম চার্লস (১৬০৪ - ১৬১১)। তিনি পুনরায় প্রোটেস্টান্ট ধর্ম এবং রাজনৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। কিন্তু যেহেতু ডেনমার্ক

এবং পোল্যান্ড উভয় দেশেরই উদ্দেশ্য ছিল সুইডেনের রাজসিংহাসন অধিকার করা, তাই এই সময় সুইডেন এই দুই দেশের সঙ্গে এক পারিবারিক কলহে লিপ্ত হয়। নবম চার্লসের মৃত্যুর সময়ে সুইডেন পোল্যান্ড এবং ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই দুই দেশের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর সুযোগ্য পুত্র গাস্টাভাস এ্যাডোলফাস্ সুইডেনের সিংহাসনে আরোহন করেন। প্রোটেস্টান্টবাদের চ্যাম্পিয়ান হিসেবে গাস্টাভাস ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বীকৃত ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক দমনে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। তিনি এ ক্ষেত্রে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

ফরাসিরাজ চতুর্থ হেনরির ন্যায় তিনিও বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। নেতৃত্বের উপযোগী প্রতিভা, উদ্ভাবনী শক্তি, সামরিক ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁকে সমসমায়িক রাজাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান করে দিয়েছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। দেশও জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি অনেক কিছু করেছিলেন। জার্মান প্রোটেস্টান্টদের রক্ষা করার জন্য তিনি অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ শক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের গুণে এ্যাডোলফাস সুইডেন তথা ইউরোপের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ রাজাগণের অন্যতম বিধায় তাকে 'উত্তরের সিংহ' নামে অভিহিত করা হয়।

গাস্তাভাসের আগ থেকেই পোল্যান্ড এবং ডেনমার্কের সঙ্গে সুইডেনের দ্বন্দ্ব ছিল। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর থেকেই তিনি পোল্যান্ড ও ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সুইডিশগণ প্রতিবাদী বা প্রোটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করে। সুইডেন জাতীয়তাবাদী চেতনাকে উসকে দেয়। তিনি হ্যানস্যাটিক লীগ থেকে সুইডেনকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সামরিক শক্তিতে সুইডেনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বদানকারী বালটিক শক্তিতে পরিণত করেন। এছাড়াও তার সময়ে লুথারবাদ সমগ্র সুইডেনে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিলো ঃ

১। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন ;
২। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সুইডেনকে উত্তর ইউরোপের একটি শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করা। এ এক্ষেত্রে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল :
ক) বাল্টিক সাগরকে সুইডিস হ্রদে পরিণত করা ;
খ) জার্মানিতে প্রোটেস্টান্টদের ধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করা এবং সেই সূত্রে ইউরোপে হ্যাপসবার্গ সম্রাটের আধিপত্যকে খর্ব করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

২। গাস্টাভাসের অভ্যন্তরীণ সংস্কারসমূহ

গাস্টাভাস প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। এর পূর্বে কোনো রাজাই এ বিষয়ে মনোযোগ দেন নি। শ্রমিকদের জন্য তিনি কাঁচ, চিনি, শ্বেতসার, তামা ও লোহা ইত্যাদি নানা প্রকারের শিল্প গড়ে তোলেন। ১৬২৯ খ্রিঃ একটি নৌ-শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও বাণিজ্য জাহাজ তৈরি করা। তাঁর আমলে উসেলিংক নামে জনৈক ব্যবসায়ী 'সাউথ সি কোম্পানি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এটি একটি কোম্পানি যা আফ্রিকা প্রুশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার

সঙ্গে বাণিজ্য করতো। এভাবে কর্মদক্ষতা এবং বিচক্ষণতায় অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গাস্টাভাস আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

৩। গাস্টাভাসের পররাষ্ট্রনীতি

দ্বিতীয় গাস্টাভাস্ এডোলফাস ছিলেন সুইডেনের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। গাস্টাভাস্ ইউরোপের প্রোটেস্টান্টদের রক্ষাকল্পে একজন চ্যাম্পিয়ান হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি সুইডেনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন এটি ছিল একটি বিভক্ত অন্ধকারে পতিত সমস্যা সঙ্কুল দেশ। তাঁর সমগ্র শাসন ছিল দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পরিপূর্ণ। যেমন, ডেনমার্কের সঙ্গে (১৬১১-১৬১৩), রাশিয়ার সঙ্গে (১৬১৪-১৬১৭) এবং পোল্যান্ডের সঙ্গে(১৬১৭-১৬১৯) যুদ্ধ।

পররাষ্ট্রনীতির উন্নতির লক্ষ্যে গাস্টাভাস আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও রণসাজে সজ্জিত একটি সেনা বাহিনী গড়ে তোলেন। এই আধুনিক সৈন্য বাহিনীর কারণেই তিনি একটি শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হন এবং তাঁর দেশের সীমানা ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য বাহিনীকে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ইউনিটে বা এককে বিভক্ত করেন। পদাতিক গোলন্দাজ এবং অশ্বারোহী বাহিনীকে শক্তিশালী আলাদা আলাদা ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

সুইডেনের রাজা হিসেবে গাস্টাভাস বাল্টিকের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বৈদেশিক নীতির একটি বিশেষ অংশ পরিচালিত হয় ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ খ্রিস্টান ক্যাথলিক এবং রোমান সাম্রাজ্যের সৈনাধ্যক্ষ ওয়েলেনস্টিনের হাতে পরাজিত হলে তার সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই সময়ে তিনি গাস্টাভাসের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে বাধ্য হন। ক্যাথলিক আক্রমণ থেকে ডেনমার্কের স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি ১৬২৮ খ্রি: 'সাউথ সি' জলভাগে সুইডেনের জাহাজ বিনাশুল্কে চলাচলের অধিকার স্বীকার করে নেন। গাস্টাভাস বাল্টিক সাগরে আটখানা যুদ্ধ জাহাজ সবর্দা মোতায়েন রেখে ক্যাথলিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ডেনমার্কের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করেন। এভাবে সুইডেন এবং ডেনমার্কের মধ্যে সাময়িক সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিখাইল (মাইকেল) রোমানভ রাশিয়ার রাজা তথা জার পদ লাভ করেন। তিনি বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করলে গাস্টাভাস এ্যাডোলফাসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। স্তোলরোভও-এর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। রাশিয়া ইংগ্রিয়া ও ক্যারোলিনা নামক বাল্টিক সাগর উপকূলস্থ বন্দর দুটি সুইডেনের নিকট ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং এসোনিয়া ও লিভোনিয়া প্রভৃতি বন্দরের উপর আক্রমণ করবে না এই প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে রাশিয়া বাল্টিক উপকূল থেকে বিতাড়িত হয়, তবে ১৬১৭ সালের চুক্তি বলে রাশিয়া ইনগ্রিয়া দখল করে।

পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে গাস্টাভাসের যুদ্ধ দীর্ঘ নয় বছর ধরে চলতে থাকে। অপ্রতিহত গতিতে এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। পোল্যান্ড সিগিসমান্ড গাস্তাভাসকে সুইডেনের রাজা বলে স্বীকার করেনি। দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব কিছুকাল স্থগিত থাকলেও ১৬২৫ সালে পুনরায় দুইদেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু

হয়। গাস্টাভাস প্রাশিয়া আক্রমণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই ব্রানসবার্গ সুইডেনের দখলে চলে যায়। পোল্যান্ডের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে রিশল্যুর মধ্যস্থতায় ছয় বছরের জন্য (১৬২৯) আল্টমার্ক নামক এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে সিগিসমান্ড গাস্টাভাসকে সুইডেনের রাজা বলে পোল্যান্ড স্বীকার করে নেয়। ইলরিং, পিলো ও মেমেল নামক বন্দরসহ লিভেনিয়া সুইডেনের কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এছাড়াও সুইডেন এস্তোনিয়া, বোরল্যান্ড ও ভিসুটলা হস্তাগত করে, বিখ্যাত শিল্প ও বাণিজ্যিক অঞ্চলগুলি পায়। ডানজিগ বন্দরের শুল্ক থেকে যাবতীয় আয় সুইডেন পাবে এটিও স্বীকৃত হয়।

এভাবে নতুন ভূমি দখল করে গাস্টাভাস বাল্টিক উপকূলে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং বাল্টিক বাণিজ্য সম্পূর্ণ নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এর ফলে উত্তর জার্মানিতে সুইডেনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাল্টিকই উত্তর-সাগরকে সুইডিশ হ্রদে পরিণত করার পরিকল্পনা অনেকটা এগিয়ে যায়।

৪। ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে গাস্টাভাসের ভূমিকা

গাস্টাভাস এ্যাডোলফাস ছিলেন সুইডেনের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ছিলেন রাজনীতি এবং একজন সেরা সমর কুশলী, সুইডেনের শ্রেষ্ঠত্ব, শৌর্য ও শক্তির প্রতীক। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ইউরোপের প্রোটেস্ট্যান্টবাদকে রক্ষা করার সঙ্গে দেশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করা।

ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধ বহুকাল ধরেই জার্মানিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিল। ১৬৬০ সালে প্রোটেস্টান্টদের রক্ষাকল্পে গাস্টাভাস এই যুদ্ধে অংশ নিলেও নতুন ভূমি হস্তগত করার মাধ্যমে তাঁর দেশকে 'উত্তরের শক্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর প্রধান ইচ্ছা।

এই প্রচেষ্টায় গাস্তাভাস কার্ডিনাল রিশ্যলু কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হয়। রিশ্যলুর মূল উদ্দেশ্য ছিল হ্যাপসবার্গকে দুর্বল করা। মূলত এই যুদ্ধে ফ্রান্সের বুরবোঁ এবং স্পেন ও অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রিশ্যলু গাস্টাভাসের সঙ্গে চুক্তিসম্পাদন করেন। ক্যাথলিক হয়েও রিশ্যলু গাস্টাভাসের মিত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে ছাব্বিশ হাজার সৈন্য এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধের তৃতীয় পর্বে গাস্টাভাস সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ফার্দিনান্ড যখন যুদ্ধে পরাজিত হন তখন গাস্টাভাস প্রোটেস্টন্টদের চ্যাম্পিয়ান হিসেবে বোহেমিয়ার প্রোটেস্টান্টদের রক্ষার্থে জার্মানিতে আগমন করেন। সুইডেনের সৈন্যবাহিনী ১৫৩০ সালে জুলাই মাসে জার্মানিতে প্রবেশ করেছিল। এটি ইউরোপের আধুনিক ও অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল। এর গোলন্দাজ বাহিনী ছিলো দ্রুত গতিসম্পন্ন। এছাড়াও এটি ছিলো একটি জাতীয় সেনা বাহিনী-যার মূলে ছিলো জাতীয় চেতনা এবং একই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় চিন্তা। সর্বোপরি এটি ছিলো ইউরোপের সবচাইতে সুশৃঙ্খল ও সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী।

গাস্টাভাস প্রথম দিকে তেরো হাজার সৈন্য সমেত করতে এগিয়ে গেলেও দ্রুত তা চল্লিশ হাজারে উন্নীত হয়। গাস্টাভাসের জার্মানি আক্রমণের প্রাক্কালে প্রোটেস্টান্ট রাজন্যবর্গ-বিশেষত ব্রানডেনবার্গ এবং স্যাক্সনির ইলেকটর জার্মানিতে সুইডেনের প্রভাবের আশংকায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। তবে প্রথম থেকে গাস্টাভাস প্রতিটি যুদ্ধে বিজয়ী হন। পোমারানিয়ার পতন ঘটলে ব্রানডেনবার্গের ডিউক জর্জ উইলিয়াম গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলিসহ গাস্টাভাসের বাহিনীর কাছে ত্মসমর্পণ করেন। এরপর হ্যাপসবার্গ বাহিনীর প্রধান কাউন্ট টিলি এবং কাউন্ট পাপেন হাইম ম্যাগডেবার্গ শহর ধ্বংস করতে উদ্যত হন। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে সমগ্র শহরটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। ম্যাগডেবার্গের ধ্বংসযজ্ঞ এবং স্যাক্সনির আক্রমণের পরপরই প্রোটেস্ট্যান্ট রাজন্যবর্গ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে গাস্টাভাসের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

উত্তরের সিংহ গাস্টাভাস এরপর আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে ব্রাইটেনফিল্ডের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে তিনি টিলির নেতৃত্বধীন রাজকীয় সৈন্যবাহিনীকে মোকাবিলা করেন ৭ সেপ্টেম্বর ১৬৩১ সালে। লিপজিগের অদূরে টিলির সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। এই যুদ্ধে সুইডিশ সৈন্য বাহিনী তাদের যোগ্যতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। এরপর চৌদ্দমাস গাস্টাভাস একের পর এক বিজয় অর্জন করতে থাকেন। রাইন পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তিনি উত্তর জার্মানি দখল করেন। এভাবে গাস্টাভাসের সৈন্যরা ভিয়েনা পর্যন্ত বিজয় অভিযান চালিয়ে যায়। পবিত্র রোমান সম্রাট ফার্ডিনান্ড কোনো উপায় না দেখে সেনাপতি ডিউক অব ব্রাইটল্যান্ডকে ওয়েলেনস্টিন ডেকে পাঠান। এর ফলে রাজকীয় বাহিনী আবার প্রাণশক্তি ফিরে পায়। ব্যাভারিয়া অভিযানে লিচফিল্ডের যুদ্ধে টিলি পরাজিত ও নিহত হন। এরপর সুইডেনের রাজা জার্মানিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন এবং রাজকীয় বাহিনী ওয়েলেনস্টিইনের উপর নির্ভর হয়ে পড়ে।

বিজয়ী গাস্টাভাসের বাহিনী অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। এই দুই বাহিনী ১৬৩২ সালে লুজনে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। ভয়াবহ যুদ্ধের পর ওয়েলেনস্টিন তার সৈন্য বাহিনী তুলে নিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে সুইডেন জয়লাভ করে। তবে সুইডেনের এই বিজয় হয়েছিল সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে। কারণ এই যুদ্ধে গাস্টাভাস মারা যান। সুইডেন গাস্টাভাসের নীতি ত্যাগ করে নি বরং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। তবে ৬ মাস পরে নরজিঙ্গজে সুইডিশ বাহিনী পরাজিত হলে প্রাগে শান্তিচুক্তি হয়। এই চুক্তির পর সুইডেন ইউরোপে তার মর্যাদা ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

৫। শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

নেতৃত্বের প্রতিভা, উদ্ভাবনী শক্তি, সামরিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় গাস্টাভাস ইউরোপের রাজা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতির স্বাক্ষর ছাড়াও শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিও তার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিলো। তিনি ইউরোপের তিনটি ভাষা জানতেন। হুগো গ্রসিয়াস ছিল তাঁর প্রিয় লেখক। কবিতা এবং সঙ্গীতের প্রতি তিনি ছিলেন প্রবল অনুরাগী। শিক্ষা, বিচারবুদ্ধি, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি গুণ তাকে সমসাময়িক রাজগণের উর্ধ্বে স্থাপন করে দেয় ।

সারসংক্ষেপ

সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর-ইউরোপে সুইডেনের প্রাধান্য স্থাপনের পথ প্রদর্শক ছিলেন গাস্টাভাস এ্যাডোলফাস। কেবলমাত্র বীর যোদ্ধা হিসেবে নয়, বরং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুশিক্ষিত, জনকল্যাণকামী দেশ প্রেমিক হিসেবে গাস্টাভাস সুইডেন তথা ইউরোপের ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন। সুইডেনের জাতীয় এক সঙ্কটময় মুহূর্তে সিংহাসন লাভ করে তিনি সুইডেনের স্বার্থ রক্ষা করেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের দ্বারা তিনি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করেন। ব্যবসায়, বাণিজ্য বৃদ্ধি, শক্তিশালী সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী গঠন সবদিকেই এর ফলে সুইডেনের পুনরুজ্জীবন ঘটে। জার্মানিতে নতুন স্থান হস্তগত হওয়ায় সুইডেন জার্মানির ব্যবস্থাপক সভায় ভোটের অধিকার প্রাপ্ত হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁর পথ ও আদর্শ অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে সুইডেন বাল্টিক সাগরে একক প্রাধান্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল। আবার জার্মানির উত্তরভাগে হ্যাপসবার্গ সম্রাটের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তৃত হলে সুইডেনের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে এই উপলব্ধি থেকে ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধে সম্রাটের বাহিনীকে প্রতিহত করতে তিনি এগিয়ে আসেন। ইউরোপ তথা জার্মানির প্রোটেস্টান্টদের রক্ষা করাও ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্রাইটেনফিল্ড ও লুজনের যুদ্ধে গাস্টাভাসের অসাধারণ সামরিক প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সামরিক পদ্ধতিতে নতুন কৌশল আনয়ন করে অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বলা যায় ইউরোপীয় রাজনীতিতে এবং ব্যক্তিত্বের গুণে এ্যাডোলফাস সুইডেন তথা ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা বলে বিবেচিত হয়ে থাকবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে গাস্টাভাসের সময় সুইডেন ইউরোপের প্রথম সারির দেশ হিসেবে অবির্ভূত হয় এবং সুইডেনের জন্য অসামান্য গৌরব বয়ে আনেন তিনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সুইডেনের ভাসা রাজাবংশের প্রতিষ্ঠতা কে ছিলেন?
- ক) দশম চালর্স
- খ) গাস্টাভাস এ্যাডোলফাস
- গ) গাস্টাভাস ভাসা
- ঘ) দ্বাদশ চার্লস

২। গাস্টাভাস এ্যাডোলফাসকে কোনো নামে ভূষিত করা হয় ?
- ক) উত্তরের সিংহ
- খ) বাল্টিকের সম্রাট
- গ) স্ক্যানডেনেভিয়ার মহারাজ
- ঘ) সুইডেনের অক্লান্ত যোদ্ধা

৩। কোনো যুদ্ধকে প্রথম আধুনিক রণসাজে সজ্জিত যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ?
- ক) গোলাপের যুদ্ধ
- খ) ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধ
- গ) সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ
- ঘ) আফিমের যুদ্ধ

৪। সুইডেনের সঙ্গে পোল্যান্ডে দীর্ঘ কত বছর ব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ?
- ক) ৫ বছর
- খ) ৭ বছর
- গ) ৩ বছর
- ঘ) ৯ বছর

৫। কোনো শহর পতনের পর প্রোটেস্ট্যান্ট রাজন্যবর্গ গাস্টাভাসের প্রতি তাদের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ?
- ক) ম্যাগডেবার্গ
- খ) পোমারনিয়া
- গ) লুটার
- ঘ) বাভারিয়া

৬। কোনো যুদ্ধে গাস্টাভাস টিলিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন ?
- ক) লুটারের যুদ্ধে
- খ) ব্রাইটেনফিল্ডের যুদ্ধে
- গ) লর্ড নরজিঙ্গজের যুদ্ধে
- ঘ) হোয়াইটহিলের যুদ্ধে

৭। লুজনের যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন কোনো সেনা শাসক ?
- ক) ফার্ডিনান্ড
- খ) কাউন্ট টিলি
- গ) গাস্টাভাস এ্যাডোলফাস
- ঘ) ওয়েলেনস্টাইন

৮। গাস্টাভাসের প্রিয় লেখক ছিলেন -
- ক) এ্যারাসমাস
- খ) হুগো গ্রসিয়াস
- গ) জি. ব্রুনো
- ঘ) ডেকার্টে

উত্তর : ১। (গ), ২। (ক), ৩। (খ), ৪। (ঘ), ৫। (ক), ৬। (খ), ৭। (গ), ৮। (খ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। গাস্টাভাস এ্যাডোলফাসের উত্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
২। গাস্টাভাসের অভ্যন্তরীণ সংস্কারসমূহের বর্ণনা দিন।
৩। শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গাস্টাভাসের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গাস্টাভাস এ্যাডোলফাসের পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য ও সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধে সুইডেনের অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য কি ছিলো? এই যুদ্ধে গাস্টাভাস এ্যাডোলফাসের ভুমিকা আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। B K Gokhale, Introduction to Western Civilization.
২। Thomas P. Neill, A History of Western Civilization, Vol II (From 1600 to the Present)
৩। Robert Ergang, Europe From the Renaissance to Waterloo.
৪। Carlton, J H Hayes, Modern Europe to 1870.
৫। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রিঃ)।

পাঠ - ৫

প্রাশিয়ার উত্থান (ফ্রেডারিখ পূর্ব পর্যন্ত)

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ব্রান্ডেনবার্গ প্রাশিয়ার উত্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- গ্রেট ইলেকটর এর অভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- গ্রেট ইলেকটর এর বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- প্রথম ফ্রেডারিখ-এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- প্রথম ফ্রেডারিখ উইলিয়াম-এর অভ্যন্তরীণ নীতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফ্রেডারিখ উইলিয়ামের বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সূচনা : ইউরোপের ইতিহাসে ব্যান্ডেনবার্গ প্রাশিয়ার উত্থান এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা। ব্রান্ডেনবার্গ হলো একটি উত্তর জার্মান রাষ্ট্র যা ওডার নদীর পাশ ঘিরে অবস্থিত ছিলো। এটি মূলত একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য যা 'মার্ক' নামে পরিচিত ছিল। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মূলত সামরিক ঘাঁটি হিসেবে- বিশেষত পাভদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। কাঙ্কিশ শাসক শার্লামেনের সময়ে এটি মার্ক বা ব্রান্ডেনবার্গ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে।

প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন পরিবার পবিত্র রোমান সম্রাটের অধীনে দক্ষিণ জার্মানির অতি ক্ষুদ্র স্থানীয় শাসক পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব হোহেনজোলার্ন পরিবারকে দেয়া হয়। দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে হোহেনজোর্লান ছোট ভূ-স্বামী হিসেবে জোলান নামক দুর্গ অধিকার করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রোমান শাসক ন্যুরনবার্গের মতো ধনী শহরের বার্গেজ বা শাসক নিযুক্ত হন। ১৪১৭ সালের ১৫ এপ্রিল সম্রাট সিগিসমান্ড হোহেনজোলার্ন তুর্কিদের বিরুদ্ধে সাহায্যের মাধ্যমে ব্রান্ডেনবার্গ মার্ক বা সীমান্তবর্তী প্রদেশের ফেডারিখকে শাসকের মর্যাদা দেন। এটি ভিন্ন হোহেনজোলার্ন পরিবারকে ইলেকটর পদে নিযুক্ত করা হয়। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যারা অংশ গ্রহণ করার অধিকার লাভ করতো তাদের ইলেক্টর বলা হতো।

পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে হোহেনজোলার্ন বংশ নিজেদের ক্ষমতা ও রাজ্য বৃদ্ধি করে চলে। ব্রান্ডেনবার্গ প্রাশিয়ার উত্থান মূলত তিনটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো।

প্রথমত : পূর্ব প্রাশিয়া ছিলো বাল্টিক সাগর উপকূলস্থ একটি ছোট ডাচি বা অঞ্চল যা পোল্যান্ড রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত এবং এখানকার জনগণ পোল্যান্ডের রাজার প্রতি অনুগতশীল ছিল। জাতিগত ভাবে এরা ছিলো পাভ এবং ধর্মবিশ্বাসে লুথারপন্থী।

দ্বিতীয়ত : ব্রান্ডেনবার্গ ডাচি ১৪১৭ সালে ফ্রেডারিখ হোহেনজোলার্ন কর্তৃক হস্তগত হয়।

তৃতীয়ত : রাইনের পার্শ্ব ঘিরে ক্লিভস ডাচি গড়ে উঠেছিলো। জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সময় টিউটানিক নাইট প্রোটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে সমস্ত চার্চের জমি দখল করে এবং একটি জাতিগত পরিচয় গ্রহণ করে। এটির নেতা হন এ্যালবার্ট হোহেনজোলার্ন। তিনি পূর্ব প্রাশিয়াকে ব্রান্ডেনবার্গ-হোহেনজোলার্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। অতএব ১৬১১ সালের পর থেকে ব্রান্ডেনবার্গ হোহেনজোলার্ন শাসকেরা পূর্ব প্রাশিয়া শাসন করতে সমগ্র বান্ডেনবার্গের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। তবে প্রাশিয়া তখনো পোল্যান্ডের অধীন ছিলো। পোল্যান্ডের হস্তক্ষেপে ব্রান্ডেনবার্গ এবং প্রাশিয়া বিচ্ছিন্ন ছিলো। তবে পূর্ব প্রাশিয়া এবং ব্রান্ডেনবার্গের মিলিত হওয়ার মধ্য দিয়ে হোহেনজোলার্নরা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখে। ১৬১৮ সালে নিম্ন রাইন অঞ্চলের ক্লিভস ডাচি (Dutchy) ব্রান্ডেনবার্গের হস্তগত হয় দুই শাসকের বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে। এভাবে ব্রান্ডেনবার্গ প্রাশিয়ার একত্রীকরণ হোহেনজোলার্ন পারিবারের ভাগ্যে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে।

ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে প্রাশিয়া অর্থাৎ ব্রান্ডেনবার্গ-প্রাশিয়া প্রোটেস্টান্টদের দেশ হিসেবে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে ব্র্যান্ডেনবার্গ প্রথমে নিরপেক্ষ ছিলো। তবে পরে গাস্টাভাসের চাপে তারা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এই সময় প্রাশিয়ার ইলেকটর ছিলেন জর্জ ইউলিয়াম। ১৬৪০ সালে তিনি গ্রেট ইলেকটর হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন। গ্রেট ইলেকটরের ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রান্ডেনবার্গ-প্রশিয়ার পুনরুজ্জীবন ও উত্থানের ইতিহাস শুরু হয়। এর ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে হোহেনজোলার্ন ইউরোপের অন্যতম প্রধান রাজকীয় পরিবার হিসেবে আবির্ভূত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্য ইউরোপে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি এবং উনিশশতকে প্রাশিয়া সমগ্র জার্মানিকে শাসন করতে সমর্থ হয়। মূলত তিনটি পর্বে এর উত্থানকে ভাগ করা যায় :

প্রথম পর্বে : হোহেনজোলার্ন সীমান্ত অঞ্চলে শক্তিশালী এলাকা হিসেবে গড়ে উঠে।

দ্বিতীয় পর্বে : ১৬৪০ থেকে ১৬৭০ খ্রি: ব্রান্ডেনবার্গ প্রাশিয়া উত্তর-ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই পর্বে গ্রেট ইলেকটর তৃতীয় ফেডারিখ এবং প্রথম ফ্রেডারিখ উইলিয়াম ছিলেন।

তৃতীয় পর্বে : ফ্রেডারিখ দ্যা গ্রেটের সময়ে সমগ্র ইউরোপে একটি শক্তিশালী ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে এটি উত্থিত হয়।

গ্রেট ইলেকটরের অভ্যন্তরীণ নীতি

গ্রেট ইলেকটর-এর ক্ষমতা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাশিয়ার উত্থান ও পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস শুরু হয়। সিংহাসনে আরোহনের পর ফ্রেডারিখ উইলিয়াম যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তা হলো :

১। ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে প্রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত বা ধ্বংস হয়।

২। ব্রান্ডেনবার্গ-প্রাশিয়া রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ছিলো অসংহত, ইতস্তত এবং বিক্ষিপ্ত। প্রত্যেক অংশেই একটি স্থানীয় সভা (Diet) ছিলো এবং স্থানীয় কর্মচারীবৃন্দ নিয়ে পৃথক শাসনব্যবস্থা চালু ছিলো।

৩। তিন অংশের জনসাধারণই সাংস্কৃতিক দিক থেকে ছিলো অনুন্নত যা একটি জাতির প্রগতি এবং উন্নতির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিনি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা হলো- (১) প্রাশিয়ার বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত রাজ্যগুলিকে একত্রিত করা- ২) প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন; ৩) শক্তিশালী সেনাবাহিনীও সুদক্ষ আমলা শ্রেণীর সাহায্যে নিজ ক্ষমতাকে সর্বাত্মক করা। ৪) সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন এবং অর্থনৈতিক কাঠামো কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে স্থাপন করা।

ফ্রেডারিখ উইলিয়াম চতুর্দশ লুইয়ের আদর্শ অনুযায়ী রাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশকে একত্রিত করেন। ব্রান্ডেনবার্গ-প্রাশিয়া তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়েছিলো, যথা ক্লিভস, ব্রান্ডেনবার্গ এবং পূর্ব প্রাশিয়া। এই তিনটি রাজ্যই ছিলো স্বাধীন। প্রত্যেকের নিজস্ব সংবিধান, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী ও ব্যবস্থাপক সভা ছিলো। গ্রেট ইলেকটর তিনটি রাজ্যকে একত্রিত করে কেন্দ্রীভূত শাসন বা সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তিনি সকল প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাকে দমন করে এদেরকে বার্লিনের সরাসরি অধীনে নিয়ে আসেন। এভাবে তিন রাষ্ট্র একত্রিত হয় এবং নিজেকে তিনি একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

খ) প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুন : র্গঠন

প্রশাসনিক সংস্কারে গ্রেট ইলেকটর তৈরিতে তিনি সমসাময়িক চতুর্দশ লুইয়ের নীতি গ্রহণ করেন। প্রাশিয়াকে ইউরোপের একটি শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করাই ছিল তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির মুল উদ্দেশ্য। তিনি কাউন্সিল অব স্টেট বা রাষ্ট্র সভা নামে একটি কেন্দ্রীয় সভা স্থাপন করেন। এটি ছিলো সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল উৎস। রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মসূচি ও রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় তিনি কেন্দ্রীয় সরকার বা কাউন্সিল অব স্টেট এর অধীনে স্থাপন করেন। প্রত্যেকটি প্রদেশ একজন স্টেটপলজারের বা প্রদেশ প্রধানের অধীনে নিয়ে আসেন। এ ছাড়াও প্রশাসনিক কাউন্সিলার বা কর বা খাজনা আদায়ের বিষয়টি পরিচালিত হতো 'ল্যান্ডোরেথ'-এর অধীন। সরকারের এই পরিবর্তন ছিলো বার্লিন কর্তৃক সকল প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ বা কেন্দ্রীভূত করার। এটি গ্রেট ইলেক্টর নাম এবং শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানকে সমুন্নত রাখে।

গ) শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং সুদক্ষ আমলা বাহিনী গঠন

ফ্রেডারিখ গ্রেট ইলেকটর প্রশানের উন্নতিকরণের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং আমলা বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন। এই বাহিনী গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো দেশের বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা।

গ্রেট ইলেকটর সামরিক বাহিনীতে পুরানো আমলের ভাড়া করা সৈন্যবাহিনী গঠনের যে নীতি ছিলো তা বাতিল করে নতুন তালিকাভুক্ত সৈন্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন। সেনাবাহিনীকে সুনিপুণভাবে গঠন করার লক্ষে তিনি ১৬৮১ সালে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করেন। এ ছাড়াও সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন ইউনিট যেমন গোলন্দাজ, পদাতিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোর গঠন করা হয়।

উচ্চাকাংক্ষী এবং শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ফ্রেডারিখ প্রাশিয়ার কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। ১৬৬৭ সালে ট্যাক্স আইন পরিবর্তন করে যে সব উদ্যোগ নেওয়া হয় তা হচ্ছেঃ
১। ব্যবহার্য জিনিসের উপর কর; ২। চাকুরি বা পেশা সংক্রান্ত কর, এবং ৩। ভূমি কর ধার্য করা।

এ ছাড়াও গ্রেট ইলেকটর দেশের আমলা বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে।

ঘ) অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন

ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধে যে ব্যাপক আর্থনৈতিক অবনতি ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছিলো তা দূরীকরণের লক্ষ্যে ফ্রেডারিখ ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি সমসাময়িক অর্থনৈতিক নীতি মার্কেন্টাইলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রপ্তানিকে উৎসাহিত করেন এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসারে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দেশীয় শিল্পের বিকাশে তিনি বিদেশী পণ্যের উপর কর বসিয়ে দেশীয় পণ্যের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে থাকেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি রাস্তাঘাট নির্মার্ণ এবং ডাকযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। মূলধন এবং দেশে অপচয় রোধ, সেনাবহিনী এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তিনি নতুন কর আরোপ করেন। তিনি অভিজাত শ্রেণীকে কর দিতে বাধ্য করেন। তার সময়ে হলবার স্টেট এবং ম্যাগডেবার্গে লৌহ এবং ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। তিনি আফ্রিকা উপকূলের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

গ্রেট ইলেকটর দেশে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি ওলন্দাজ খামার পদ্ধতির সূচনা করেন। যে সব কৃষক নতুন আবাদি জমিকে বসবাস ও কৃষির উপযোগী খামার হিসেবে গড়ে তুলবে তাদের ৬ বছরের খাজনা মওকুফের ব্যবস্থা করেন। তিনি ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে উন্নত বীজ সংগ্রহ করেন। এ ছাড়াও কৃষি কাজের উন্নতির জন্য বিভিন্ন জায়গায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খাল খনন করা হয়। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিলো 'ফ্রেডারিখ উইলিয়াম' খাল। এই খাল ওডার এবং এলবা নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছিল। এছাড়াও কৃষি কাজের উন্নতির জন্য তিনি জলাভূমি ও বিল পরিষ্কার করা এবং পতিত জমি কৃষিযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষে তিনি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। বার্লিন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডাচিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় যেখানে বিজ্ঞান, রসায়ন ও প্রাণীবিদ্যা পড়ানো হতো। বার্লিন শহরকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তিনি।

গ্রেট ইলেকটর ক্যালভিনপন্থী ছিলেন। তবে অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁর সহিষ্ণুতা ছিলো। চতুদর্শ লুই এডিক্ট অব নানটিস বাতিল করলে ফ্রেডারিখ নিজ দেশে হিউগিনটদের আশ্রয়ের জন্য আবেদন জানান। প্রায় দশ থেকে বিশ হাজার হিউগিনেট প্রাশিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলো। এ ছাড়াও তার আমলে ইংল্যান্ড ও পোল্যান্ড থেকে মানুষজন এসে জড়ো হতে শুরু করে।

৩। গ্রেট ইলেকটর এর বৈদেশিক নীতি :

পররাষ্ট্র বিষয়ে গ্রেট ইলেকটর যুদ্ধ বিগ্রহের পক্ষপাতি ছিলেন না। কূটনীতি এবং চালাকির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করাই ছিলো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তবে প্রয়োজনবোধে তিনি যুদ্ধ করতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের পর গ্রেট এলেকটর তাঁর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে একটি কাঠামোতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। যেহেতু প্রাশিয়া ছিলো একটি শত বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত দেশ- তাই এই যুদ্ধে ব্রান্ডেনবার্গ- প্রাশিয়ায় তার নিজ অবস্থা এবং সুবিধা অনুযায়ী তিনি পক্ষ পরিবর্তন করে। তিনি অবস্থা বুঝে কারো পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতেন। আবার অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকতেন। ১৬৪৮ সালে সম্পাদিত ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির মারফত তিনি কূটনৈতিক ক্ষমতা বলে হলবারস্টেট, কেমিন, মিনডেন, ম্যাগডেবার্গ এবং পূর্ব পোমারনিয়া লাভ করতে সক্ষম হন। এই সকল স্থান প্রাপ্তির ফলে প্রাশিয়ার রাজ্য সীমা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এভাবে গ্রেট ইলেকটর তাঁর বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে এগিয়ে যান।

২। ত্রিশবছরব্যাপী যুদ্ধ এবং ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়া সন্ধির পর ফ্রেডারিখ উইলিয়াম একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একপক্ষ থেকে অন্যপক্ষ পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করতেন না, এর ফলে ইউরোপীয় কোনো শক্তিই তাকে বিশ্বাসী বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলো না এবং তার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনো শান্তিচুক্তিতে কেউ আসেনি।

গ্রেট ইলেকটরের বৈদেশিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো সুইডেন এবং পোল্যান্ডের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজ দেশের জন্য সুবিধা আদায় করা। এই যুদ্ধে ব্রান্ডেনবার্গের তিনটি বিকল্প পথ ছিল-

১। এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকা;
২। নিজেকে সুইডেনের মিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
৩। অথবা বিপরীতে পোল্যান্ডের মিত্র হিসেবে সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়া।

এই যুদ্ধেই প্রথম হোহেনজোলার্ন বংশ তাদের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই একটি একক সেনাবাহিনী গঠন করে যুদ্ধে অংশ নেয়। ১৬৫৫ সালে পোল্যান্ড ও সুইডেনের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন গ্রেট ইলেকটর তার দেশের জন্য সর্বোচ্চ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুইডেনের দশম চালর্স যখন ১৬৫৫ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন ফ্রেডারিখ উইলিয়াম সুইডেনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হন এবং দশম চালর্সের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ১৬৫৬ সালে ওয়ারশতে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সাফল্য রাশিয়া এবং পোল্যান্ডের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। এভাবে তিনি প্রথমে পোল্যান্ডকে দুর্বল করে সুইডেনের পক্ষে কিছুকাল থেকে আবার তাঁর একদা শত্রুট পোল্যান্ডের পক্ষে যোগ দেন। পোল্যান্ডের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এই শর্তে যে পোল্যান্ড পূর্ব প্রাশিয়ায় হোহেনজোলার্নদের একচ্ছত্র অধিকার ত্যাগ করে সারা জীবনের জন্য গ্রেট ইলেকটরের কাছে সমর্পণ করে। এটি ছিলো নি:সন্দেহে ফ্রেডারিখ এর জন্য এক বিশাল বিজয়।

ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধেও গ্রেট ইলেকটর তার নিজ দেশের জন্য সম্মান ও প্রতিপত্তি নিয়ে আসেন। ডাচদের ক্রমউত্থিত শক্তি ফরাসিদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ালে ফরাসি রাজা লুই তাদের শাস্তি দিতে প্রস্তুত হন। ১৭৫৬ সালে ওলোন্দাজরা ফরাসিদের আক্রমণের মুখে পড়ে। তাদের দুঃখ দুর্দশার সময় বার্ন্ডেনবার্গ-প্রাশিয়া ফ্রান্সকে ত্যাগ করে এবং ওলোন্দাজদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফরাসিরাজা চতুর্দশ লুই যখন ওলোন্দাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তখন সুইডেন ফ্রান্সের মিত্রশক্তি হিসেবে প্রাশিয়া আক্রমণ করে। সুইডেনের রাজা একাদশ চালর্স পোমারনিয়া আক্রমণ করলে ফারবেলিন-এর যুদ্ধে (১৬৭৫) একাদশ চালর্স গ্রেট ইলেকটরের হাতে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে উত্তর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি সুইডেনকে পরাজিত করে গ্রেট ইলেকটর ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। তখন থেকে প্রাশিয়ার শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও ভবিষ্যতে সেন্ট জার্মিন চুক্তি মারফত সুইডেন তার মর্যাদা আবার ফিরে পেতে চেয়েছিলো, এবং ১৬৭৯ সালে নিমত্তয়েগের সন্ধি দ্বারা প্রাশিয়া ফ্রান্সের সকল দখলকৃত অংশ ফিরিয়ে দিয়েছিলে, তথাপি এই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ব্র্যানডেনবার্গ-প্রাশিয়া একটি শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় এবং সুইডেন ও অস্ট্রিয়ার যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৪। তৃতীয় ফ্রেডারিখ : (১৬৮৮ - ১৭১৩)

গ্রেট ইলেকটর-এর মৃত্যুর পর তারপুত্র তৃতীয় ফ্রেডারিখ ইলেকটর পদ লাভ করেন। হোহেনজোলার্ন পরিবারের শাসনভার বহন করার বিচক্ষণতা তার চরিত্রে ছিলো না। তিনি ছিলেন মূলত একজন দুর্বল শাসক। তবে গ্রেট ইলেকটর-এর সকল কার্য তিনি সমুন্নত রেখেছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর সময় বিজ্ঞান একাডেমী নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হয়।

তৃতীয় ফ্রেডারিখ-এর সময় প্রাশিয়া রাজকীয় উপাধি বা খেতাব অর্জন করে। ব্রানডেনবার্গ-প্রাশিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, এবং রাজতন্ত্র এতে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর শাসককে কখনই রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি। প্রায় সাত বছর যাবত এই রাজকীয় উপাধি পেতে চেষ্টা করলেও পবিত্র রোমান বা হ্যাপসবার্গ সম্রাট তাকে তা প্রদান করেননি। তবে স্পেনের উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হলে অস্ট্রিয়ার রাজা প্রথম লিওপোল্ড তৃতীয় ফ্রেডারিখের সাহায্য কামনা করেন। ফ্রেডারিখ অস্ট্রিয়ার রাজা লিওপোল্ডকে রাজপদবির দশ হাজার সৈন্য দিতে রাজি হলেন। যেহেতু অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ সম্রাট আর কোনোদিক থেকে সাহায্যের আশ্বাস পাচ্ছিলেন না, তাই হ্যাপসবার্গ সম্রাট ফ্রেডারিখের এই শর্ত তিনি মেনে নেন। ১৭০১ সালে তৃতীয় ফ্রেডারিখ অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ কর্তৃক রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তবে এই রাজপদবি শুধু পূর্ব পোমারনিয়া ডাচির উপর বর্তায়। পশ্চিম প্রাশিয়া পোল্যান্ডের অধীনে থাকায় তার উপর পদবিটি বর্তায় নি। আনন্দ, উদ্দীপনা এবং উৎসবের আমেজে ১৭০১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় ফেডারিখ রাজা ফ্রেডারিখ হিসেবে অভিষিক্ত হন। উত্তরাধিকার যুদ্ধে স্পেনের বিরুদ্ধে তার সমর্থন পাবার পর ১৭১৩ সালে ইউট্রেক্ট-এর চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য ইউরোপীয় সম্প্রদায়ও এই পদবি মেনে নেয়। অতএব হোহেনজোর্লানের জন্য প্রাশিয়ার রাজার পদবি এবং ইউট্রেক্ট চুক্তি মাধ্যমে ভবিষ্যতে শক্তিশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রাশিয়ার একটি বড় ধরনের সাফল্য অর্জিত হয়।

৫। প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম : (১৭১৩ - ১৭৪০)

প্রথম ফ্রেডারিখের মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম ফ্রেডারিখ উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হন। তিনি ছিলেন একজন কঠোর শাসক। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রান্ডেনবার্গ এবং প্রাশিয়ার (যা হোহেনজোর্লানদের একত্রিত দেশ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে) জন্য তিনি একটি শক্তিশালী সমাজ কাঠামো গড়ে তোলেন। প্রথম ফ্রেডারিখ পিতৃসুলভ শুভেচ্ছা নিয়ে প্রাশিয়াবাসীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করেন। তিনি সমগ্র রাজ্যটিকে একটি পাঠশালা বা স্কুল বলে মনে করতেন এবং উৎসাহী শিক্ষকের ন্যায় অলস ও অকমর্ন্য প্রজাদিগকে নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করতে দ্বিধা করতেন না। সামরিক দিক দিয়ে তিনি প্রাশিয়াকে ইউরোপের এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। একজন নিবেদিত প্রাণ ক্যালভিনিস্ট হওয়ার কারণে তিনি কঠোর পরিশ্রম পছন্দ করতেন। সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন ও সঙ্গীতের প্রতি তার কোনো পছন্দ ছিলো না। তার মূল দর্শন ছিলো রাজাই সকল ক্ষমতার উৎস। সকল কিছু রাজা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সবকিছু তার নখদর্পনে থাকতে হবে।

৬। ফ্রেডারিখ উইলিয়ামের অভ্যন্তরীণ নীতি

অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে ফ্রেডারিখের তিনটি মূল উদ্দেশ্য ছিলো :

ক) ব্যাপক অর্থ সঞ্চয় করা;

খ) প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা;

গ) রাজ শক্তিকে সর্বময় হিসেবে গড়ে তোলা।

ফ্রেডারিখ তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত এবং শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়েই একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিচ্ছিন্ন প্রদেশ গুলিকে একত্রিত করার লক্ষ্যে একটি একক প্রশাসন ব্যবস্থা গঠন এবং ভৌগোলিকভাবে তাদের একত্রিত করেন। এ লক্ষ্যে তিনি জেনারেল ডাইরেক্টরি নামে একটি কেন্দ্রীয় সভা গঠন করেন। আইন এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় ছাড়া এটি প্রায় সর্ববিষয়ই দেখতো। এই সভা রাজার নির্দেশে রাজস্ব বিভাগ পরিচালনা এবং রাজ কর্মচারীদের কার্য পরিচালনা করতো।

ফ্রেডারিখ উইলিয়াম একটি শক্তিশালী আমলা শ্রেণী গড়ে তোলেন। ফ্রান্সের মডেল অনুসারে তিনি একটি সুদক্ষ সরকারি কর্মচারী গড়ে তোলেন। অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ফলে প্রাশিয়ার আমলা শ্রেণীও কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং শহর থেকে গ্রাম সরকারও রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ফ্রেডারিখের মিতব্যয়িতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়াও তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। প্রশাসনের জন্য যে ডাইরেক্টরি তিনি গঠন করেছিলেন তাতে রাজা সরাসারি যোগ দিতেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ডাইরেক্টরির অধিবেশন চলতো, অধিবেশন চলাকালে কেউ উঠে যেতে পারত না।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ফ্রেডারিখ উইলিয়াম ফরাসি অর্থনীতিবিদ কোর্লবাট-এর নীতি অনুসরণ করেন। 'মার্কেন্টাইল নীতি' অনুসরণ করে তিনি আমদানির উপর শুল্ক স্থাপন এবং রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেন। দেশের অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেন এবং উচ্চকর আরোপের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ভর্তুকি দিয়ে সম্পদশালী শিল্প গড়ে তোলেন।

ফ্রেডারিখ অতিরিক্ত ব্যয় পছন্দ করতেন না। বিভিন্ন উৎসবে রাজকীয় সভাসদ-এর খরচ কমিয়ে এবং সেনাবাহিনীর বেতন কমিয়ে তিনি বাজেটে ভারসাম্য আনেন। এছাড়াও তিনি পূর্ব প্রাশিয়ার কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন। কৃষিবীজ, পণ্য এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রচলন করেন। উচ্চ শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ থাকলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

শক্তিশালী সেনাবাহিনী স্থাপন করা ছিলো ফ্রেডারিখ উইলিয়াম-এর অন্যতম কৃতিত্ব। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে তিনি তার অবস্থানকে শক্তভাবে দাঁড় করাতে পারেন। ফ্রেডারিখ উইলিয়াম মিতব্যয়ী হলেও সেনাবাহিনীতে খরচের ব্যাপারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। প্রাশিয়ার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে এই জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়েছিলো। ক্ষুদ্র প্রাশিয়া রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা ৩৮ হাজার থেকে ৮৪ হাজারে উন্নীত করা হয়। তিনি ভাড়াটে সৈন্যের বদলে একটি স্থায়ী সৈন্য বাহিনী গঠন করেন। তিনি পদাতিক সৈন্যবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেন। এ ছাড়াও সৈন্যরা বহু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো যা সাধারণ মানুষ পেতো না। তা ছাড়া পোস্টডাম গার্ড নামে ছয় ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সৈন্যবাহিনী নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলা হয়। তার মৃত্যুর সময় ১৭৪০ সালে মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই ছিলো সৈন্য বাহিনীর সদস্য। তৎকালীন ইউরোপে প্রাশিয়ার অবস্থান সামরিক শক্তির ছিলো চতুর্থ। এই নতুন ব্যবস্থার পর দেশকে সামরিক ক্যান্টনমেন্টে বিভক্ত করা হয়েছিলো- যার এক একটি রেজিমেন্ট ছিলো।

তবে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠিত হলেও তিনি এদেরকে কোথাও যুদ্ধে জড়ান নি। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় বা ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে তার পুত্র বহু যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে পরবর্তী কালে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পেরেছিলেন।

৫। ফ্রেডারিখ উইলিয়ামের বৈদেশিক নীতি

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ফ্রেডারিখ উইলিয়াম আগ্রাসী নীতি বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর সময়ে প্রতিক্রিয়ার পক্ষে কোনো নতুন অঞ্চল যুক্ত করা হয়নি। সুইডেনের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের যে মৈত্রীজোট গঠিত হয়েছিলো ফ্রেডারিখ মূলত রাশিয়ার নেতৃত্বে সেই মৈত্রীজোটে প্রথমে অংশ নেননি। সুইডেনের রাজা তখন ছিলেন দশম চার্লস। তবে ১৭০৯ সালে পোল্টাভার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সুইডেন দুর্বল হয়ে পড়লে ফ্রেডারিখ উইলিয়াম ইউরোপের শক্তিবর্গের সঙ্গে মৈত্রীজোটে যোগদান করে। সুইডেনের বিরুদ্ধে ফ্রেডারিখ অংশ নেন, এবং সুইডেনের নউলিংজনের যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৭১৮ সালে সুইডেনের রাজার মৃত্যুর পর ইউরোপের যে কয়েকটি শক্তি সুইডেনের অঞ্চলসমূহ ভাগবাটোয়ারায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার মধ্যে প্রাশিয়া সবচাইতে বেশি লাভবান হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি ওডার নদীর মোহনা পোমারনিয়া, ডানজিগ ও স্ট্যাটিন লাভ করেন। নিস্টাডাটের সন্ধির মাধ্যমে এ সকল স্থানের উপর অধিকার স্বীকৃত হয়। স্টেটিন দখল করায় তিনি বার্লিনের জন্য একটি বাণিজ্যিক নির্গমন পথ পান। এভাবে প্রাশিয়া ইউরোপের উত্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি সুইডেনের আসন লাভের মাধ্যমে একটি নতুন বাল্টিক শক্তি হিসেব তার বাণিজ্যিক সুবিধাসমূহ অর্জন করেছিল।

যদিও প্রথম ফ্রেডারিখ উইলিয়াম একটি আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি গ্রহণে নিজেকে গুটিয়ে নিয়োছিলেন তথাপিও তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং প্রাশিয়ার স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সময় তাঁর অবস্থান বা পক্ষ পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। উদাহরণ স্বরূপ প্রাশিয়া ১৭২৫ সালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের পক্ষ হয়ে হ্যানোভার লীগে যোগ দেন। তবে ১৭২৬ সালে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লকে জুলিখ ও বার্গ নামক দুটি স্থান দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই লীগ ত্যাগ করতে রাজি করান। তিনি 'প্রাগম্যান্টিক স্যাংশন' নামক স্বীকৃতি পত্রে স্বাক্ষর করেন। এভাবে ফ্রেডারিখ উইলিয়াম প্র্যাগম্যান্টিক স্যাংশনে' স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর মারিয়া থেরেসাকে অস্ট্রিয়ার রানীর মর্যাদা দেয়া হয়। তবে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলেও ষষ্ঠ চার্লস পরবর্তীকালে ফ্রেডারিখ উইলিয়ামের সঙ্গে তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। ফলে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে তিক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থানে ব্র্যান্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার উত্থান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইউরোপে প্রাশিয়ার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে ফ্রেডারিখ উইলিয়াম সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করেন। গ্রেট ইলেকটর ব্রান্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশকে একত্রিত করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার স্বার্থকে সমুন্নত করেন। ব্রান্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করে। তৃতীয় ফ্রেডারিখ নিজের বংশ এবং দেশের জন্য রাজকীয় উপাধি আনায়নের মাধ্যমে দেশের সম্মান এবং মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। প্রথম ফ্রেডারিখ উইলিয়াম একটি বিশাল শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গ্রেট ইলেকটর এর নীতি সমুন্নত রেখে প্রাশিয়ার অবস্থানকে সুসংহত করেন। তার গঠিত শক্তিশালী সেনাবাহিনীর উপর ভিত্তি করেই প্রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ফ্রেডারিখ দ্যা গ্রেট পরবর্তীকালে ইউরোপের ইতিহাসে প্রাশিয়াকে সর্বোচ্চ অবস্থানে নিয়ে যায়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, পূর্ববর্তীকালের প্রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। মার্ক নামটি কোন বিষয়কে চিহ্নিত করে?

ক) একটি রাজধানী শহর
খ) একটি সীমান্তবর্তী প্রদেশ
গ) একটি কৃষি প্রধান এলাকা
ঘ) সামন্ত প্রভুর এলাকা

২। কোন্ সম্রাট হোহেনজোলার্ন পরিবারকে ফ্রেডারিখ হিসেবে ভূষিত করেন?

ক) সম্রাট সিগিসম্যান্ড
খ) সম্রাট দশম চার্লস
গ) সম্রাট লিওপোল্টল্ড
ঘ) সম্রাট হাইজেনবার্গ

৩। প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নতির জন্য গ্রেট ইলেকটর যে কেন্দ্রীয় সভা স্থাপন করেছিলেন তার নাম ছিলো -

ক) রাষ্ট্র সংঘ
খ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল
গ) কেন্দ্রীয় ইলেকটরেট
ঘ) রাষ্ট্র সভা

৪। গ্রেট ইলেকটরেট কোন মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ?

ক) পুঁজিবাদী নীতি
খ) সামন্তবাদ
গ) মার্কেন্টাইলবাদ
ঘ) সাম্যবাদী নীতি

৫। গ্রেট ইলেকটরের সময় কোন যুদ্ধে প্রাশিয়া সুইডেনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়?

ক) ফারবেলিনের যুদ্ধ
খ) পোলটভার যুদ্ধ
গ) নউলিংজনের যুদ্ধ
ঘ) সেডানের যুদ্ধ।

৬। ফ্রেডারিখের সবচাইতে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ কি?

ক) অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া
খ) হোহেনজোলার্ন পারিবারকে ইলেকটর পদে অধিষ্ঠিত করা
গ) হোহেনজোলার্ন রাজ বংশের জন্য রাজকীয় উপাধি অর্জন করা
ঘ) রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করা।

৭। প্রাশিয়ার কোন রাজা শিক্ষকসুলভ মনোভাবে দেশ শাসন করতেন?

ক) গ্রেট ইলেকটর
খ) প্রথম ফ্রেডারিখ উইলিয়াম
গ) তৃতীয় ফ্রেডারিক
ঘ) ফ্রেডারিখ দ্যা গ্রেট

৮।ফ্রেডারিখ উইলিয়াম ষষ্ঠ চার্লসের সঙ্গে কোন স্যাংশনে প্রাশিয়ার পক্ষে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন?

ক) প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন
খ) বিল অব রাইটস
গ) বিল অব ম্যাগনাকাটা
ঘ) হিউম্যানিস্ট স্যাংশনে

উত্তর : ১. খ, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. ক, ৬. গ, ৭. খ, ৮. ক।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ব্রান্ডেনবার্গ-প্রাশিয়ার উদ্ভব সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন

২। তৃতীয় ফ্রেডারিখ এর শাসনকালের প্রধান গৌরব কি ছিলো?

রচনামূরক প্রশ্ন

১। গ্রেট ইলেকটর অভ্যন্তরীণ নীতির মূল উদ্দেশ্য কি ছিলো? তার অভ্যন্তরীণ নীতি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করুন।

২। গ্রেট ইলেকটর এর পররাষ্ট্রনীতি বর্ণনা করুন।

৩। ফ্রেডারিখ উইলিয়ামের রাজনৈতিক দর্শন ব্যাখ্যা করুন। সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি কি কি নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। B V Rao, History of Europe (1450 - 1815)

২। Thomas P. Neill, A History of Western Civilization, Vol II (From 1600 to the Present)

৩। Carlton, J H Hayes, Modern Europe to 1870.

৪। Robert Ergang, Europe From the Renaissance to Waterloo.

৫। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রিঃ)

পাঠ - ৬

অস্ট্রিয়ার উত্থান (মারিয়া থেরেসা পর্যন্ত)

এই পাঠ শেষে আপনি -

- পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- ষষ্ঠ চালর্স এবং তার 'প্যাগমেটিক স্যাংশন' সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবনে;
- অস্ট্রিয়ার রাণী হিসেবে মারিয়া থেরেসার প্রাথমিক সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মারিয়া থেরেসার বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মারিয়া থেরেসার অভ্যন্তরীণ সংস্কারসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

১। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এবং অস্ট্রিয়ার উত্থান

যে বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব এবং পশ্চিম ইউরোপকে সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল তা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট বা অধিকর্তা পবিত্র সাম্রাজ্যেরও সম্রাট ছিলেন। হ্যাপসবার্গদের উত্থান ঘটেছিল সুইজারল্যান্ডের একটি ছোট অঞ্চলের ভূ-স্বামী হিসেবে। কাউন্টা রুডলফ এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ১২৭৩ সালে পবিত্র রোমান সম্রাট হিসেবে মনোনীত হন। এই রাজকীয় পদবী পরবর্তী সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে হ্যাপসবার্গ বংশ বহন করতে থাকে।

'অস্ট্রিয়া' নামটি যেসব অঞ্চলের উপর বর্তায় তা হ্যাপসবার্গরা অর্জন করেছিলো মূলত রাজ্য জয়, উত্তরাধিকার সূত্র অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। যে সব জাতিগোষ্ঠী এখানে বাস করতো তন্মধ্যে জার্মানরা ছিলো সাইলেশিয়া বা অস্ট্রিয়ার মূল অংশে, চেকরা ছিল, বোহেমিয়ারা মোরেবিয়াস, পোভাকরা রুমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, পোভেনিয়া, হাঙ্গেরি এবং তার অধীনস্থ অঞ্চলে ইতালিয়ানরা মিলানে, টাসকানিতে এবং ওয়ালনসরা নেদারল্যান্ডএ। তবে দক্ষিণ এবং পশ্চিমাংশের স্পেনিশ সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণ পূর্বাংশের অটোম্যান সাম্রাজ্য থেকে রোমান সাম্রাজ্যের অনৈক্য এবং বিভক্তি ছিলো অনেক বেশি। এটির ছিল না কোনো কেন্দ্রীয় শাসন, রাজস্ব আদায়ের কোনো একক নীতি, কোনো জাতীয় সেনাবাহিনী। সমগ্র সাম্রাজ্যের সেতুবন্ধন হিসেবে সম্রাট-যার প্রতি বিরাজ করতো একটি প্রচলিত আনুগত্য। সম্রাট হতেন অবশ্যই একজন হ্যাপসবার্গ বংশোদ্ভুত। প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হতো যা নিয়মিত ভাবে রেসেনবার্গে বসতো, তারাই শাসনকার্য পরিচালনা করতো।

তবে ১৬৪৮ সালের পর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে এই সাম্রাজ্যের বিশালতা এবং ঐক্য ধ্বংস হয়ে যায়। ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তির পর বিভিন্ন জার্মান রাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম নীতি অনুসরণ করতে থাকে। সুইডেন এবং ফ্রান্স জার্মান ডায়েট বা বিধায়ক সভায় অংশগ্রহণের অনুমতি লাভ করায় রোমান সাম্রাজ্যকে আরো দুর্বল করে তোলে। ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি- যেমন ব্যাভারিয়া, স্যাক্সনি, হ্যানোভার, ব্রানডেনবার্গ এবং অস্ট্রিয়া তাদের রাষ্ট্রের সীমারেখা

যথাসাধ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকে। উত্তরে ব্রানডেনবার্গ একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে আবির্ভ ত হয়। স্যাক্সনির রাজা অগাস্টাস ১৬৯৬ সালে পোল্যান্ডের রাজা নিযুক্ত হন। ১৭১৫ সালে হ্যানোভার-এর ইলেকটর গ্রেট বৃটেনের রাজা মনোনীত হন।

এরপর হ্যাপসবার্গরা তাদের ক্ষমতা সংহতকরণ এবং দেশকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করে তা হলো দানিয়ুব অঞ্চলসমূহ, উত্তরাধিকার সূত্রে শাসিত অঞ্চলগুলি নিয়ে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মতো এক শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই নীতির প্রধান রূপকার ছিলেন প্রথম লিওপোল্ড। লিওপোল্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিলো অস্ট্রিয়া, বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরিকে নিয়ে মিলিতভাবে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে তিনটি অঞ্চলকে একত্রীকরণ করে তাদের উপর হ্যাপসবার্গের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৬২৭ সালে হ্যাপসবার্গ রাজাকে বোহেমিয়ার রাজা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৬৯৯ সালে কার্লউইটজ-এর শান্তিচুক্তি মোতাবেক অস্ট্রিয়ান হ্যাপসবার্গকে হাঙ্গেরির (উত্তর অংশ ব্যতিরেকে) রাজা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ইউট্রেক্ট-এর শান্তি চুক্তি (১৭১৩) মোতাবেক অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ইতালির মিলান, সিসিলি ও নেদারল্যান্ড দখল করে। এ ভাবে দানিয়ুব অঞ্চলে লিওপোল্ড হ্যাপর্সবার্গের অধীনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

১৭১৩ সালে লিওপোল্ড তার পুত্র ষষ্ঠ চালর্সকে অস্ট্রিয়ার বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরির সম্রাট হিসেবে মনোনীত করেন। ঘোষণা দেওয়া হয় যে তিনটি দেশই এককভাবে অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ রাজার অধীনে শাসিত হবে। সুতরাং অস্ট্রিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠলো যা মূলত রাজ্য জয়, বিবাহ এবং কূটনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলকে সংগ্রহ করে গড়ে উঠেছিলো। যথার্থভাবে এটি একক সাম্রাজ্য ছিলো না। তবে অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের নেতা হিসেবে মনোনীত করা হয়। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অধীনে শাসিত অঞ্চলসমূহ ছিলো অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক বোহেমিয়ার রাজা, হাঙ্গেরির রাজা, মিলানের ডিউক, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড-এর রাজন্যবর্গ-এরা সকলেই একে অপর থেকে স্বাধীন ছিলো। স্থানীয় প্রশাসন, রাজ্য শাসননীতিসহ সবকিছুই নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হতো। পবিত্র সামাজ্রের অধীনে যে জাতি গোষ্ঠী সমূহ বাস করতো তাদের মধ্যে ছিলো জার্মান, চেক, পোভাক, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, পোভানিয়া, ইতালীয়ান, ফ্লেমিং এবং ওয়ালেন। তবে এই সব জাতি নানারকম অনৈক্য এবং বিভাজন সত্ত্বেও অস্ট্রিয়ান হ্যাপসবার্গ পরিবার এদের বেশ মর্যাদা প্রদান করেছিল।

২। ষষ্ঠ চালর্স এবং প্যাগম্যাটিক স্যাংশন

হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুমকির মুখে পড়ে। ষষ্ঠ চালর্স কোনো পুত্র সন্তান বা উত্তরাধিকার না রেখেই মারা যান। ষষ্ঠ চালর্সের কন্যা মারিয়া থেরেসা ছাড়া অন্য কোনো সন্তানাদি ছিলো না। যেহেতু নারীরা সম্রাট হতে পারে না, তাই তার মৃত্যুর পর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের উত্তারাধিকার নিয়ে গোলযোগ দেখা দেবে আশঙ্কা থেকে তিনি তাঁর রাজত্বকালের শেষ কয়েক বছর ইউরোপের রাজাগণের নিকট প্যাগম্যাটিক স্যাংশন নামে একটি অনুমোদন পত্র স্বাক্ষর করানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য অবিভাজ্য এবং তা ভাঙ্গা যাবে না। যে নীতি দ্বারা মেয়েরা রাজা হতে পারবে না তা উপেক্ষা

করে তিনি ঘোষণা দেন যে মারিয়া পবিত্র রোমান সম্রাটের সম্রাজ্ঞী না হলেও তার অধীনস্থ অঞ্চলসমুহের রাণী হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

ইউরোপের প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্র যেমন প্রাশিয়া, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, হল্যান্ড পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্যাভয়-এর রাজারা প্যাগম্যাটিক স্যাংশনে এই শর্তে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন যে মারিয়া থেরেসা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হবেন না বরং তিনি অস্ট্রিয়ার রানী হিসেবে সিংহাসন লাভ করবেন।

৩। অস্ট্রিয়ার রাণী হিসেবে মারিয়া থেরেসার সমস্যাসমূহ

১৭৪০ সালে সম্রাট ষষ্ঠ চালর্স মারা যান। মারিয়া থেরেসাকে আর্ক অব ডাচেস হিসেবে হাঙ্গেরি ও বোহেমিয়ার রাণী হিসেবে এবং ইউরোপের অন্যান্য হ্যাপসবার্গের অধীনস্থ অঞ্চলের রাণী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

সিংহাসনে আরোহনের পর পরই মারিয়া থেরেসা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সম্মুখে পড়েন। মারিয়া একটি বিশৃংখলাপূর্ণ, শূন্য রাজকোষ এবং অনিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী সম্পন্ন দেশ লাভ করেন। সিংহাসনে আরোহনের পর মারিয়া থেরেসা তার স্বামী ফ্রান্সিসকে যুগ্ম শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। ফ্রান্সিস ১৭৪৫ সালে রোমান সম্রাট পদে নির্বাচিত হন। মারিয়া তার পিতার আমলের সকল মন্ত্রীকেই বহাল রেখেছিলেন এবং তার প্রশাসনিক কর্মকান্ডও সচল রাখেন। তবে তিনি কঠিন উত্তরাধিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

বেশিরভাগ ইউরোপীয় রাষ্ট্র প্যাগম্যাটিক স্যাংশন মেনে নিতে রাজি হলেও অস্ট্রিয়ার সামরিক দুর্বলতা ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সুযোগে ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রের অধিপতিরা তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মারিয়া থেরেসার দাবির বিরোধিতা করেন। এদের অনেকেই সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর প্যাগম্যাটিক স্যাংশন অনুমোদন করতে অস্বীকার করেন। প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন-এর ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম বাধসাধেন প্রাশিয়ার উচ্চাকাংক্ষী ফ্রেডারিখ। অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে তিনি উত্তরাধিকার যুদ্ধ উসকে দেন এবং এটিকে একটি ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত করেন।

৪। মারিয়া থেরেসার বৈদেশিক নীতি

ষষ্ঠ চার্লসের মুত্যুর সুযোগ নিয়ে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিখ প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন অগ্রাহ্য করে মারিয়া থেরেসার কাছে সাইলেশিয়া দাবি করেন। সাইলেশিয়া ছিল উত্তর ওডার অঞ্চলের একটি উর্বর জার্মান এলাকা। এর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্প অঞ্চলগুলি প্রাশিয়ার শক্তিমত্তা এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল। হোহেনজোলার্ন প্রাশিয়ার সঙ্গে সাইলেশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে ফ্রেডারিখ প্রাশিয়া তথা জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। অপরদিকে সাইলেশিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারিয়ে অস্ট্রিয়া জার্মানিতে তার প্রভাব কমাতে বাধ্য হয়।

ফ্রেডারিখ 'প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন' অস্বীকার করে মারিয়া থেরেসার কাছে সাইলেশিয়া চাইলেও মারিয়া সেই দাবি পূরণে অস্বীকার করেন। এরপর ফ্রেডারিখ কোনো যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই

সৈন্যবাহিনীকে সাইলেশিযার অভিমুখে পাঠান এবং ১৭৪০ সালের ডিসেম্বরে তিনি কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই সাইলেশিয়া দখল করেন।

সাইলেশিয়া গ্রহণ করে ফ্রেডারিখ থেরেসার স্বামীকে রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে মনোনীত করার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করেন। শর্ত সমূহ হচেছ (১) তাঁর শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য, (২) বিশাল পরিমান (তিন মিলিয়ন গুলডেন) ক্ষতিপূরণ দান। কিন্তু মারিয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ফ্রেডারিখের সঙ্গে সকল সমঝোতা বাতিল করেন। কিন্তু ইউরোপীয় দেশসমূহ তাঁকে সাহায্য না করে ১৭৪১ সালের মে মাসে স্পেন, ফ্রান্স,ব্যাভারিয়া, স্যাক্সনি, স্যাভয়, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া বিরোধী জোট গঠন করে। ফ্রেডারিখ ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইকে থেরেসার বিরুদ্ধে তার সপক্ষে টেনে নিয়ে আসেন। স্পেনের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতির কারণে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তবে গ্রেট বৃটেন ফ্রান্সের সঙ্গে সম্ভাব্য অস্ট্রিয়া ও নেদারল্যান্ড আক্রমণের ভয়ে ভীত হয়ে প্রাশিয়ার জার্মান রাষ্ট্র হ্যানোভার হস্তগত করার জন্য (যা ছিল বৃটেনের রাজার অধীনে) অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করে, সামরিক এবং আর্থিক সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই জোটের প্রাশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, ব্যাভারিয়া, স্যাক্সনি এবং স্যাভয় আস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ছিলো। অস্ট্রিয়া বিরোধী মৈত্রী জোটে এই দেশসমূহ এই মর্মে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, ফ্রান্স অস্ট্রিয়া ও নেদারল্যান্ড পাবে, স্পেন ইতালির হ্যাপসবার্গ অঞ্চলসমূহ পাবে। মারিয়া থেরেসা শুধু হাঙ্গেরির উপর তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে।

তবে অস্ট্রিয়ার অসীম সাহসী এই রাণী এই সময় হাঙ্গেরিতে পালিয়ে যান এবং সাহায্যের আবেদন করলে হাঙ্গেরির প্রজাদের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিলেন। তারা ১ লক্ষ সৈন্য পাঠায়। প্রতিদানে মারিয়া অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে দ্বৈত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন।

১৭৪১ সালে অক্টোবরে মারিয়া প্রাশিয়ার ফ্রেডারিখের সঙ্গে গোপনে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মৈত্রী জোট ভেঙ্গে দিলে অস্ট্রিয়া উত্তর সাইলেশিয়ার বৃহৎ অংশ প্রাশিয়ার নিকট ছেড়ে দেবে। ফ্রেডারিখ ব্যাভারিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মোরেভিয়া দখল করেন এবং এর বিনিময়ে সাইলেশিয়া অধিকার করে নেয়। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রথম পর্ব এভাবে শেষ হয়।

তবে যুদ্ধ এরপরও চলেছিলো। কারণ সাইলেশিয়া হারালেও তার বিনিময়ে অস্ট্রিয়া ক্ষতিপুরণ হিসেবে ব্যাভারিয়া পেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। ইংল্যান্ড এ ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করে। সেপ্টেম্বরে ওয়ার্মস-এর চুক্তির মাধ্যমে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, সার্ডিনিয়া, পিডমন্ট, ফ্রান্স এবং ব্যাভারিয়ার বিরুদ্ধে মৈত্রী জোটে আবদ্ধ হয়েছিলো। অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে বোহেমিয়া থেকে ফ্রান্সের সৈন্যকে তাড়িয়ে দেয় এবং ব্যাভারিয়া জয় করে। ব্যাভারিয়ার রাজা সপ্তম চালর্স মারা গেলে ইলেক্টর মারিয়া থেরেসার স্বামী প্রথম ফ্রান্সিসকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। থেরেসার সৈন্যবাহিনী ইতালিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এবং স্পেনের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করে। তবে ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় স্পেন এবং ফ্রান্সের বাহিনীর কাছে পরাজিত হতে থাকে।

তবে ১৭৪৮ সালে উভয় পক্ষই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আইয়ে-লা-শ্যাপলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিতে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

মারিয়া থেরেসা সাইলেশিয়া হারালেও তা পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধারে প্রচেষ্টা করেও তিনি অকৃতকার্য হলেন। প্যারিস সন্ধি (১৭৬৩)-এর ফলে পুনরায় তাকে সাইলেশিয়ার অধিকার ত্যাগ করতে হলো। তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রী কৌনিজের পরামর্শে তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে দুই শতাব্দীর দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন। এটি ' কূটনৈতিক বিপ্লব' নামে পরিচিত।

১৭৭২ খ্রিঃ পোল্যান্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদ তিনি অংশ গ্রহণ করেন। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি পুত্র যোসেফও মন্ত্রী কৌনিজের পরামর্শে পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে তিনি রেড রাশিয়ার অধিকাংশ এলাকা তথা গ্যালিসিয়া, পোডেলিয়ার একাংশ, স্যান্ডোমির ও ফ্রাকো অধিকার করেন।

এভাবে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সাইলেশিয়া হারালেও পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদে মারিয়া থেরেসা নতুন ভূমি লাভে সক্ষম হন।

৫। মারিয়া থেরেসার অভ্যন্তরীণ সংস্কার

সিংহাসনে আরোহন করার অব্যবহিত পরেই উত্তরাধিকার যুদ্ধে সাইলেশিযা হারিয়ে মারিয়া থেরেসা অভ্যন্তারীণ সংস্কারের দিকে মনোযোগী হন। সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার কল্পে অভ্যন্তারীণ শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করলেন। এ সময়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিলো । শক্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায় দুর্নীতি এবং স্বার্থপরতায় মগ্ন ছিলো। সামরিক পদ্ধতি ছিল পুরাতনপন্থী। বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন ধরনের এবং প্রায় পরস্পরবিরোধী। প্রিন্স জর্জ অব হগউইজ এবং রুডলফ টোটেফ নামে দুজন মন্ত্রীর উপর তিনি অভ্যন্তারীণ সংস্কারের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও এই সংস্কার কার্যে তাদের উৎসাহ দিতেন।

রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে তিনি দশটি নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেকটিরই এক একটি কমিশন ছিল যারা ভিয়েনায় কেন্দ্রীয় কমিশন দ্বারা নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো। এরা ছিলো ফরাসি ইনটেনডেন্ট অফিসারের মতো। তাছাড়াও শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকরও কেন্দ্রীভূত করবার জন্য তিনি একটি 'কাউন্সিল অব স্টেট' স্থাপন করলেন। এই কাউন্সিলের উপর তিনি চারটি বিভাগের কার্য পরিচালনা এবং পরিদর্শনের ভার দিয়েছিলেন। এই চারটি বিভাগ ছিলো কার্য নির্বাহক রাজস্ব, সামরিক ও বিচার বিভাগ। কার্য নির্বাহক এবং রাজস্ব বিভাগের নির্দেশমতো প্রাদেশিক গভর্নর চলতো। বিচার বিভাগের শক্তিশালীকরণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়। সুবিচারের জন্য প্রত্যেক শহর এবং অভিজাতগণের জমিদারীতে অবস্থিত বিচারালয় থেকে প্রাদেশিক আপীল আদালতে আপীল করার ব্যবস্থা রাখা হয়। সর্বোপরি কেন্দ্রীয় হাইকোর্টে বিচার প্রার্থী হওয়া যেতো। এভাবে শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে তিনি পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে কার্যদক্ষ ও সংহতি সম্পন্ন করে গড়ে তোলেন। রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য পূর্ণমাত্রায় স্থাপিত হয়, সকল জমিদারীতেই অভিজাত ব্যক্তিদের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা

কমানো হয়। কৃষকদেরকে অভিজাত শ্রেণীর অত্যাচার এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। অভিজাত শ্রেণীকে করদানে বাধ্য করা হয়। সম্পত্তির উপর খাজনা বাড়ানো হয়।

মারিয়া থেরেসার পররাষ্ট্রনীতির মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধার করা। এজন্য প্রয়োজন ছিল সুসংগঠিত, সুশিক্ষিত এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর। সৈন্যদের শিক্ষার জন্য একাধিক সামরিক স্কুল স্থাপিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী এক লক্ষ থেকে দুই লক্ষে পরিণত হয়েছিলো। এভাবে সামরিক বাহিনীকে পেশাদারী এবং আধুনিকীকরণ করা হয়।

১৭৬৫ থেকে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত যুগ্মভাবে মারিয়া তাঁর ছেলে দ্বিতীয় জোসেফের সঙ্গে সিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁরা উভয়েই বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার চালিয়ে যান। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপারেও মারিয়া থেরেসার আমলে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়েছিল। দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করার দায়িত্ব মারিয়া থেরেসা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এই সময় থেকেই শিক্ষা বিভাগ ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে চলে আসে। এক্ষেত্রে জেসুইটদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয়। থেরেসার সংস্কার এবং জেসুইটদের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হয়।

মারিয়ার সময়ে জাহাজ নির্মাণ, রাস্তাঘাট, খাল খনন ইত্যাদি নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহ দেয়া হয়। ভূমধ্যসাগর ও আড্রিয়াটিক অঞ্চলের দেশগুলিতে অস্ট্রিয়ার কনসাল নিযুক্ত করা হয়।

এই সময় ডাক বিভাগের উন্নতিও হয়েছিল। আর্থিক উন্নতি বিধানে আয়কর স্থাপন করা হলো। ক্রমবর্ধমান নীতিতে পোলট্যাক্ষ নামে একটি মাথাপিছু কর স্থাপন করা হলো। আয়বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস করার সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়।

মারিয়া এবং তাঁর পুত্র জোসেফ রোমান ক্যাথলিক হলেও তাঁরা তাঁদের চার্চের প্রভাব থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করেন। চার্চের উপর রাষ্ট্রের অধিকার স্বীকৃত হয়। বিশপদের উপর পূর্ববর্তী আমলের কর থেকে অব্যহতি দানের যে নীতি ছিল তা তিনি বাতিল করেন এবং চার্চকে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে নিয়ে আসেন। এ ছাড়া পূর্বে পোপের হুকুমনামা নামে যে নির্দেশ জারি করা হতো সেই ক্ষমতাও বাতিল করা হয়, রাষ্ট্রকেই সেই ঘোষণার দায়িত্ব দেয়া হয়।

এভাবে বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে মারিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার শাসন ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেন। তিনি শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করে এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও তাঁর সেই স্বৈরতন্ত্র ছিল জনকল্যাণমূলক যা বিভিন্ন ধরনের সমাজ সংস্কারের নীতিকে অনুসরণ করে এগিয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ

শক্তিশালী রাজতন্ত্রের যুগে মারিয়া থেরেসার নেতৃত্বে অস্ট্রিয়ার উত্থান ইউরোপের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় নীতির ক্ষেত্রেই তিনি অবিস্বরণীয় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন। ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত ক্লান্ত হাপসবার্গরা সম্রাট লিওপোল্ড এবং ষষ্ঠ চার্লসের নেতৃত্বে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। ষষ্ঠ চালর্স তার কন্যা মারিয়া থেরেসাকে অস্ট্রিয়ার রাণী হিসেবে স্বীকৃতির জন্য ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের কাছ থেকে প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন অনুমোদন লাভ করেন। তবে তার মৃত্যুর পর ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ মারিয়াকে অস্ট্রিয়ার রাণী হিসেবে অস্বীকার করলে থেরেসা একটি শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদী সকল শক্তিতেই পরাজিত ও দমন করতে সক্ষম হন। সাইলেশিয়া হারালেও প্রাশিয়ার আধিপত্য তিনি একচ্ছত্র হতে দেন নি তার বুদ্ধিমত্তাও যোগ্যতার কারণে। অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে তিনি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিভূ ছিলেন। সমসাময়িক ইউরোপের প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর পুত্র এবং পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় যোসেফ-এর শাসনকালে আমূল সংস্কারের পথ প্রদর্শক ছিলেন মারিয়া থেরেসা। মারিয়া থেরেসার পথ অনুসরণ করেই পরবর্তী শাসক জোসেফ রোমান সম্রাট হিসেবে এবং অস্ট্রিয়ার রাজা হিসেবে সফলভাবে শাসন করতে সক্ষম হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। পবিত্র রোমান সম্রাটের অধিকর্তা হিসেবে কোন বংশের সম্রাটকে মনোনীত করা হয় ?

ক) টিউডর বংশ খ) ওসমানিয়া বংশ
গ) রোমানভ বংশ ঘ) হ্যাপস্‌বার্গ বংশ

২। ত্রিশবছর ব্যাপী যুদ্ধের কোন সম্রাটের নেতৃত্বে দানিয়ুব অঞ্চল-ভিত্তিক হ্যাপসবার্গ অস্ট্রিয়ার উত্থান ঘটে ?

ক) সম্রাট লিওপোল্ড খ) মারিয়া থেরেসা
গ) দ্বিতীয় জোসেফ ঘ) সম্রাট ফ্রেডারিখ

৩। কোন সম্রাট ইউরোপের রাজন্যবর্গের কাছ থেকে প্র্যাগম্যাটিক স্যাংশন অনুমোদনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন?

ক) সম্রাট রুডলপ খ) সম্রাট লিওপোল্ড
গ) সম্রাট ফার্ডিনান্ড ঘ) সম্রাট ষষ্ঠ চালর্স

৪। ফ্রেডারিখ মারিয়ার কাছ থেকে কোন গুরুত্বপুর্ণ অঞ্চল দাবি করেন ?

ক) স্যাক্সনি খ) ক্লিস্টউইড
গ) সাইলেশিয়া ঘ) মোরেডিরা

৫। কত সালে ইউরোপে অস্ট্রিয়া বিরোধী মৈত্রী জোট গঠিত হয়?

ক) ১৭৪৭ সালে খ) ১৭৪৩ সালে
গ) ১৭৪৫ সালে ঘ) ১৭৪১ সালে

৬। মারিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে হ্যাপস্‌বার্গ অধীনস্ত কোন অঞ্চল থেকে বিপুল সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

ক) বোহেমিয়া খ) বেলজিয়াম নেদারল্যান্ড
গ) মিলান ঘ) হাঙ্গেরি

৭। কোন চুক্তির মাধ্যমে উত্তরাধিকার যুদ্ধ সমাপ্তি হয়?

ক) ওয়ামসের চুক্তি খ) আইয়ে লা শ্যাপেলের চুক্তি
গ) প্যারিসের চুক্তি ঘ) প্রুথের চুক্তি

৮। শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূতকরণে 'কাউন্সিল অব স্টেট' কতটি বিভাগে নিয়ন্ত্রণ করতো?

ক) ৬টি খ) ৪টি
গ) তিনটি ঘ) ৫টি

উত্তর : ১। (ঘ), ২। (ক), ৩। (ঘ), ৪। (গ), ৬। (ঘ), ৭। (খ), ৮। (খ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। হ্যাপসবার্গ অস্ট্রিয়ার উত্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন

২। প্র্যাগম্যাটিক সংস্কার বলতে কি বুঝায়? রাজা ষষ্ঠ চালর্সকে কেনো ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের কাছ থেকে এর অনুমোদনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মারিয়া থেরেসার প্রাথমিক সমস্যাসমূহ কি ছিলো? কীভাবে তিনি তাঁর বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করেন?

২। মারিয়া থেরেসার অভ্যন্তরীণ নীতি মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Thomas P. Neill, A History of Western Civilization

২। B V Rao, History of Europe (1450 - 1815)

৩। Carlton, J H Hayes, Modern Europe to 1870.

৪। Robert Ergang, Europe From the Renaissance to Waterloa Waterloo.

৫। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রিঃ)।